ফিলিস্তিনপন্থী শিক্ষার্থীদের বহিষ্কার কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের

সারে-জমিন

বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থীকে ঘিরে বিক্ষোভ

রূপসী বাংলা

নেতানিয়াহু যে কারণে রাফা যুদ্ধে জিততে পারবেন না

সম্পাদকীয়

দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেলখাটা আসামি: অভিষেক

সাধারণ

সল্ট এবার ভাঙলেন গাঙ্গুলির রেকর্ড

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
১ মে, ২০২৪
১৮ বৈশাখ ১৪৩১
২১ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 118 ■ Daily APONZONE ■ 1 May 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

অসহ্য গরম, নিবার্চন নিয়ে প্রশ্ন মমতার

আপনজন ডেস্ক: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যখন প্রচার চলছে, তখন মালদহে তাপমাত্রা ৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই গরম অসহনীয়। সাত দফায় নির্বাচন নিয়ে ভাবা উচিত ছিল নির্বাচন কমিশনের।

ছুটি

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে বুধবার ১ মে ‘আপনজন’-এর সব বিভাগ বন্ধ থাকবে। তাই বৃহস্পতিবার ‘আপনজন’ প্রকাশিত হবে না। শুক্রবার যথারীতি ‘আপনজন’ প্রকাশিত হবে। তবে, নিরন্তর খবর প্রকাশিত হবে ‘আপনজন’-এর ওয়েবসাইট www.aponzonepatrika.com-এ।

হয় প্রমাণ দিন, নচেৎ মিথ্যা বিবৃতির জন্য জনসমক্ষে ক্ষমা চান শাহ: মমতা

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: বিজেপি নেতৃত্বকে আয়নার সামনে নিজেদের মুখ তুলে ধরতে বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার মালদা উত্তরের হরিশ্চন্দ্রপুরে এক জনসভায় এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্য সরকারের ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা দেওয়া নিয়ে ‘মিথ্যা প্রচার’ করছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, হয় প্রমাণ দিন, নচেৎ মিথ্যা বিবৃতি দেওয়ার জন্য জনসমক্ষে ক্ষমা চাইতে হবে। তিনি এ ব্যাপারে গোয়েবলসের তত্ত্বের কথা তুলে বলেন, অশিত শাহের জোসেফ গোয়েবলসের মতো বারবার মিথ্যা বলা সত্য নয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার বক্তৃতায় ক্যাগ রিপোর্ট উদ্ধৃত করে অভিযোগ করেন, ৩২ টি কেন্দ্রীয় সরকারি বিভাগ এখনও তাদের খরচ করা ৫২,০০০ কোটি টাকার ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা দেয়নি।তিনি বলেন, অমিত শাহ মেমারিতে দাবি করেছেন যে আমরা আমাদের সরকারের ২.৩ লক্ষ কোটি টাকার খরচের ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট পাঠাইনি। এ কারণে তারা আমাদের টাকা পরিশোধ করতে পারছে না। আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে একটিও ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট বাকি নেই। সিপিএমের দায় আমি নেব না। সিপিএমের ভালো বন্ধু বিজেপিকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ১২-১৩ বছর আগে ক্ষমতায় আসার পর থেকে আমরা ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেটে খরচের প্রতিটি বিভাজন দিয়েছি। মমতা আরও বলেন, অমিতবাবু, আপনাকে একটা প্রশ্ন করি। আমি নিজে থেকে বলছি না, সিএজি রিপোর্ট থেকে বলছি, যেখানে আপনাদের ৩২ টি বিভাগের ৫২,০০০ কোটি টাকার ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট এখনও ঝুলে রয়েছে... এখন আপনি কি বলবেন? আপনি বাংলাকে বদনাম করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু এখন আপনার নিজের মুদ্রায় প্রতিদান পাচ্ছেন। আয়নায় গিয়ে নিজের চেহারা দেখে আসুন। পরে তাঁতিপাড়ায় এক জনসভায় তিনি আবারও বিষয়টি উত্থাপন করেন। নাৎসি জোসেফ গোয়েবলসকেও উসকে দিয়ে মমতা অঅরও বলেন, তারা গোয়েবলসের মতো কাজ করে। একটি মিথ্যা বারবার পুনরাবৃত্তি করে, যাতে সেটি সত্যি বলে মনে হয়।

মুখ্যমন্ত্রী বাংলার অতীত ঐতিহ্য তুলে ধরে বলেন, বাংলা বিধবা পুনর্বিবাহ চালু করেছিল। বাংলা স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল। এখানেই বিদ্যাসাগর ও রামমোহনের মতো ব্যক্তিরা সতীপ্রথাকে থামিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের দুটি জাতীয় সংগীত দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের বন্দেমাতরম দিয়েছিলেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র আইএনএ এবং জয় হিন্দ স্লোগান তুলেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বিজেপি কোথায় ছিল? দলটির জন্মও হয়নি। তাহলে কেন তারা আজ দাঙ্গা, এনআরসি, সিএএ-র হুমকি দিয়ে আমাদের ভাঙার চেষ্টা করছে? মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত বিধানসভা নির্বাচনে মালদহ তৃণমূলকে একাধিক আসন এনে দিলেও লোকসভা নির্বাচনে মালদহে তৃণমূল কখনও কোনও আসন পায়নি। কিন্তু তাতে কি আমাদের সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিতে ঢুকতে বাধা হয়ে দাঁড়াবে? বাংলা সংখ্যালঘু থেকে সংখ্যাগুরু সকলকে সম্মান করে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীর নাম না করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আপনারা দেখেছেন মুর্শিদাবাদে থাকা বিরোধী দলের লোকটিকে ওরা (বিজেপি) কীভাবে দেখে। তাদের হৃদয়ের কাছাকাছি রাখা হয় তাকে। তিনি কি সত্যিই কংগ্রেসি, বিজেপির বিরোধী? মমতা এদিনের জনসভায় বাংলার বকেয়া প্রসঙ্গে বলেন, বিজেপি প্রতিহিংসাপরায়ণভাবে বাংলায় ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের টাকা আটকে রাখলেও আমরা বাঙলার মানুষকে ভোগান্তিতে পড়তে দিতে পারি না। আমরা টাকা জোগাড় করেছি, যাতে ৫৯ লক্ষ মানুষ ৫০ দিনের কাজের আওতায় টাকা পান। কিন্তু আমরা কখনই কেন্দ্রের কাছে মাথা নত করব না। তবে, ইংরেজবাজারে এদিনের মমতার রোড শোতে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

‘মোল্লা, মাদ্রাসা ও মাফিয়া’র আশ্রয় নিয়েছেন মমতা: শাহ

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● মেমারি

আপনজন: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মঙ্গলবার অভিযোগ করেছেন যে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ‘মা, মাটি, মানুষ’ সরকারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন, কিন্তু তার পরে তিনি ‘মোল্লা, মাদ্রাসা ও মাফিয়া’র আশ্রয় নিয়েছেন।

অমিত শাহের অভিযোগ, তিনি অযোধ্যায় রাম মন্দির অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দেননি, কারণ তিনি তাঁর ‘অনুপ্রবেশকারীর ভোট ব্যাংকে’ আঘাত হানতে পারেননি। পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারিতে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন, এই লোকসভা নির্বাচন সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যে মানুষ দেশে “পরিবার রাজ” বা “রামরাজ্য” চায় কিনা।

তিনি বলেন, বহু বছর ধরে আমাদের দেশের মানুষ এবং রাম ভক্তরা চেয়েছিলেন অযোধ্যায় রাম মন্দির তৈরি হোক। কিন্তু কংগ্রেস, তৃণমূল ও কমিউনিস্টরা তা চায়নি। অভিষেক অনুষ্ঠানের জন্য মমতা দিদি এবং তাঁর ভাইপো (অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়) উভয়কেই আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তারা এতে অংশ নেননি। কারণ তিনি ভয় পেয়েছিলেন যে অনুপ্রবেশকারীরা, যারা তাঁর দলের ভোট ব্যাংক, তারা ক্ষুব্ধ হতে পারে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছিলেন যে বিজেপি লোকসভা ভোটের আগে “গিমিক শো” করার চেষ্টা করে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে রাজনীতিকরণ করার চেষ্টা করছে। অমিত শাহ অভিযোগ করেন, বিরোধীরা দুর্নীতি ও পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছে, যা ভারতের ধারণার বিরোধী।

বিজেপি কর্মীদের উপর তৃণমূলের অত্যাচার চালানোর অভিযোগ করে অমিত শাহ বলেন, তিনি বুঝতে পারছেন যে মা মাটি মানুষের সরকারের ক্ষমতা থেকে বিদায় নেওয়া আসন্ন।

প্রথম নজর

জমকালো রোড শো কাকলি ঘোষ দস্তিদারের

ইসরাফিল বৈদ্য ● নিউটাউন

আপনজন: দিল্লির মসনদ দখলের লড়াইয়ে দেশজুড়ে লোকসভা নির্বাচনের ময়দান জমজমাটি ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। পার্লামেন্ট দখলের লড়াইয়ে রাজনৈতিক দলগুলো দেশজুড়ে ব্যাপক হারে প্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে দু দফার নির্বাচন সমাপ্ত হয়েছে। সামনে পাঁচ দফা বাকি। মঙ্গলবার, বিধাননগর পুরসভার ১ নং ওয়ার্ডের গাথি দোলনগর এলাকার বাড়ি বাড়ি প্রচার কর্মসূচির পাশাপাশি মসজিদ -মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করেন প্রার্থী। একইসঙ্গে উৎসাহী কর্মীদের নিয়ে জমকালো রোড শো থেকে ভোটারদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার। উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের লড়াকু মুখ তথা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ হাজী একেএম ফারহাদ, দুজন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শ্রী প্রবীর কর, অচিন্ত্য মন্ডল,যুব সভাপতি আফতাব উদ্দিন,শাহনাওয়াজ আলী মন্ডল,রহিমা বিবি, আরিত্রিকা ভট্টাচার্য, পিনাকী নন্দী, নন্দীনি ব্যানার্জি,গনেশ দাস, রাঘব ঝা প্রমুখ।

হরিহরপাড়ায় আবু তাহেরের রোড শো

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: মুর্শিদাবাদ লোকসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী আবু মঙ্গলবার হরিহরপাড়া থানার চোঁয়া ,মালোপাড়া,ধরমপুর, স্বরুপপুর, হরিহরপাড়া মোট পাঁচটি অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় মঙ্গলবার সকাল থেকে হুড খোলা গাড়িতে আবু তাহের খান সহ বিধায়ক নিয়ামত শেখ, মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শামসুজ্জোহা বিশ্বাস, ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি জিল্লার রহমান, ব্লক তৃণমূল সভাপতি আহাতাব উদ্দিন শেখ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর আলমগীর, চোঁয়া অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি রকি খান, পাঁচটি পঞ্চায়েতের প্রধান ও অঞ্চল সভাপতিরা, ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিন হুড খোলা গাড়ির পিছনে হাজারের বেশি মোটরবাইক ছিল।

বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রকে ঘিরে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: গত শনিবার বসিরহাটের রাজেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের খড়িডাঙ্গা এলাকায় বিজেপির দেয়াল লিখন কে কেন্দ্র করে মারামারি হয়। এই ঘটনায় কালিদাস বাসার নামে এক বিজেপি কর্মী আহত হয়। আহত ওই বিজেপি কর্মীর বাড়িতে আজ মঙ্গলবার আসেন বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র। সেখানে তিনি এসে এলাকার বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে ও এলাকার তৃণমূল কর্মীদের উদ্দেশ্যে কুরুচিকর মন্তব্য করেন। এলাকার তৃণমূলের কর্মীদের দাঙ্গাবাজ দুর্নীতিবাজ বলে তিনি কটাক্ষ করতে থাকেন। তখন এলাকার মহিলারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তখন দেখা পাত্র কে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে এলাকার মানুষেরা। বিক্ষোভ চলাকালীন এক মহিলার শাড়ি ব্লাউজ ছিঁড়ে দেয় রেখা পাত্রের সঙ্গে থাকা এক বিজেপি কর্মী। এরপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এলাকার বাসিন্দারা। তারপর এলাকার বাসিন্দারা রেখা পাথরকে ঘিরে লাঠিসোটা নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। এমন কি দেখা পাত্রের সঙ্গে থাকা অর্চনা মজুমদার কেউ লাঠিপেটা করেন এলাকার ক্ষিপ্ত মহিলারা। এই পরিস্থিতি দেখে রেখাপাত্র নিরাপত্তা রক্ষীরা দ্রুত রেখা পাত্রকে ওই এলাকা থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। তখন এলাকার ক্ষিপ্ত মানুষেরা লাঠি ফাটা নিয়ে রেখা পাত্রে গাড়ির দিকে ছুটে যায় এবং রেখা পাথরের গাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছোড়ে। এরপর রেখা পাত্রের সঙ্গে থাকা অন্যান্য গাড়ি গুলোকেও রাস্তা গাড়ির সামনে কাঠের গুড়ি ফেলে আটকে দেয়। ধন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়, এই খড়িডাঙ্গার মাঝেরপাড়া এলাকায়।

বেতন বৃদ্ধি ও পিএফের দাবিতে ডেপুটেশন সিউড়ি পুরসভায়

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: জাতীয় কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আই এন টি ইউ সি পরিচালিত সিউড়ি পৌর মজদুর কংগ্রেস এর পক্ষ থেকে সিউড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের নিকট এক স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।
দাবি সমূহের মধ্যে তুলে ধরা হয় যে, পৌরসভার অস্থায়ী কর্মচারীদের প্রতি বছর ১০ শতাংশ হারে বেতন বৃদ্ধি এবং সেই সাথে শ্রমিকদের পিএফ চালু করা।সংগঠনের বক্তব্য সিউড়ি পৌরসভার বোর্ড এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অস্থায়ী কর্মচারীদের প্রতি বৎসর বেতন বৃদ্ধি হয় এপ্রিল মাস থেকে। অস্থায়ী কর্মচারীরা তাদের বেতনের সঙ্গেই বাড়তি বেতনের অংশটুকু ও পেয়ে থাকে। কিন্তু আজ অব্দি সে বিষয়ে কোনো সুরাহা না হওয়ায় বাধ্য হয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয় বলে সংগঠনের দাবি।
এছাড়াও হুঁশিয়ারি দেন যে, যদি পৌরসভা কতৃপক্ষ শীঘ্রই কোনো ব্যবস্থা না গ্রহণ করেন তাহলে লোকসভা নির্বাচনের পর বৃহত্তর আন্দোলন পথে নামা হবে। সেক্ষেত্রে পৌরসভা কতৃপক্ষের উপর এর দায় দায়িত্ব বর্তাবে। বারং বার জানানো সত্ত্বেও প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে অস্থায়ী কর্মচারীদের বঞ্চিত করা হচ্ছে অথচ সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেকের পিএফ চালু করার কথা। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সিউড়ি শাখার সম্পাদক দীপক কাহার, জেলা আইএনটিইউসি মৃনাল কান্তি বসু প্রমুখ নেতৃত্ব।

লালগোলায় অধীর-সেলিমের যৌথ সভায় ঐক্যের শপথ

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মতাদর্শের পার্থক্যে নয়, বরং বাম নেতা মহম্মদ সেলিমকে পাশে বসিয়ে জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী মর্তুজা হোসেনের নির্বাচনী প্রচারে বক্তব্য রাখলেন অধীর চৌধুরী। দৃষ্টান্ত এই নির্বাচনী জনসভার সাক্ষী থাকলো লালগোলা বিধানসভার ধুলাউড়ি উচ্চ বিদ্যালয় ময়দান।
মঙ্গলবার জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী মর্তুজা হোসেন বকুলের সমর্থনে লালগোলার ধুলাউড়ি উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নির্বাচনী জনসভায় উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী এবং সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। মুর্শিদাবাদ জেলার তিনটি লোকসভা কেন্দ্রের বাম-কংগ্রেস জোট প্রার্থী একে অপরের হাতে হাত রেখে কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে জোটের বার্তা দেয়। সীমান্তবর্তী লালগোলা ব্লকের ১২ টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ৭টি তে বোর্ড গঠন করে বাম-কংগ্রেস জোট। এমনকি রাজ্যে ব্যতিক্রম ভাবে লালগোলা পঞ্চায়েত সমিতি দখল করে বাম কংগ্রেস জোট। তাই পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফলকে মডেল হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে জোট শিবির।
জনসভা থেকে মুর্শিদাবাদ লোকসভার বামপ্রার্থী তথা সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্পকে কটাক্ষ করে বলেন, '৫০০ বা ১০০০ টাকা কে ভান্ডার বলে নাকি? ভান্ডার তো মন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জির বান্ধবীর ঘর থেকে পাওয়া গিয়েছিল সেটা!'
অন্যদিকে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত লালগোলার জনগণকে সাহস যোগাতে গিয়ে এনআরসি এবং সিএএ কে 'ভোটপাখি' বলে উল্লেখ করেন অধীর চৌধুরী। পাশাপাশি 'মুখ্যমন্ত্রীর জনসভায় আশাকর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ভয় দেখিয়ে আনা হচ্ছে' বলেও অভিযোগ তোলেন অধীর।
একইদিনে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বহরমপুর লোকসভার শক্তিপুর এলাকায় জনসভাতে অধীরের বিরুদ্ধে কিছু না বলায় অধীর বলেন, 'সারা দেশে নারী নির্যাতনে প্রথম উত্তরপ্রদেশ। যোগীর নেতৃত্বে ওটা অধমপ্রদেশে পরিণত হয়েছে, উনি জানেন এখানে এসে আমার বিরুদ্ধে মুখ খুললে অপমান হতে হবে, তাই চুপ ছিলেন।'
লালগোলার জনসভার মাঝেই কংগ্রেস ও সিপিএম ত্যাগ করে তৃণমূলে যোগ দেওয়া যশইতলা অঞ্চলের দুই প্রাক্তন প্রধান আবারও অধীর চৌধুরী ও মহম্মদ সেলিমের হাত ধরে কংগ্রেস ও সিপিএমে যোগদান করেন।

এসইউসিআই প্রার্থীর দেওয়াল লিখন মোছার অভিযোগ

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: উত্তর মালদহ লোকসভা কেন্দ্রের এসইউসিআই প্রার্থী কালীচরণ রায়ের একটি দেওয়াল লিখন মুছে তার উপর জোট প্রার্থী মোস্তাক আলমের দেওয়াল লিখন করার অভিযোগ উঠল কংগ্রেস সমর্থকদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে তুলসীহাটা বাসস্ট্যান্ড এলাকায়। এসইউসিআই দলের কর্মীদের অভিযোগ, এলাকারই একটি দোকানের দেওয়ালে দিন দশেক আগে তাঁরা তাদের প্রার্থী কালীচরণ রায়ের সমর্থনে দেওয়াল লিখেছিলেন। কিন্তু কয়েকদিন আগে কেউ বা কারা এই দেওয়াল লিখন মুছে দেয়। ওই মোছা দেওয়ালে কংগ্রেস প্রার্থী মোস্তাক আলমের হয়ে দেওয়াল লেখা হয়েছে। যদিও জোট প্রার্থী মোস্তাক বলেন, কে বা কারা এই কান্ড করেছে জানা নেই।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

প্রসূনের মনোনয়ন জমা হাওড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দুপুরে তিনি জেলাশাসকের দপ্তরে তাঁর মনোনয়ন জমা দেন। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অরূপ রায়, মনোজ তিওয়ারি-সহ অন্যান্যরা। প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিজেপি চক্রান্ত করে আমাদের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে অপপ্রচার চালাচ্ছে। আমাদের দল একটা পরিবারের মতো। প্রায় দেড় মাস হয়ে গেল। প্রচারে সর্বত্র সাড়া পাচ্ছি। দীর্ঘদিন পর সাংসদ হিসেবে যে ১৭ কোটি টাকা পেয়েছিলাম সাংসদ তহবিলের সেই টাকায় উন্নয়নের কাজে ব্যয় করেছি। আমার প্রশ্ন ওদের যে ১৮ জন বাংলা থেকে সাংসদ কী উন্নয়ন করেছেন তার হিসেব দিন।

উলুবেড়িয়ায় ব্লক প্রশাসন বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছে পানীয় জল

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: জেলায় জেলায় তীব্র তাপপ্রবাহের সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জলসঙ্কট! যে সব জায়গায় জলের সমস্যা বাড়ছে, সেখানে সংশ্লিষ্ট ব্লক প্রশাসনের মাধ্যমে জলের গাড়ি পাঠাচ্ছে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতর। প্রশাসন সূত্রের খবর, প্রচণ্ড গরমের কারণেই ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নেমে যাচ্ছে।আর এর ফলে বহু জায়গায় নলকূপ থেকে জল উঠছে না!যার ফলে নলকূপ থেকে জল না ওঠায় আরও সমস্যার শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের একাধিক এলাকায় ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকেও জলের গাড়ি পাঠানো হচ্ছে।গ্রামবাসীরা লাইন দিয়ে বোতল ও বালতিতে জল সংগ্রহ করছেন।উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক বলেন,''উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের মোট ন'টি পঞ্চায়েত। সব পঞ্চায়েতেই কম বেশি জলের সঙ্কট রয়েছে। জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরকে জানানোর পরে তারা আমাদের জলের গাড়ির ব্যবস্থা করেছে।বিডিও আরও জানিয়েছেন, পিএইচই দফতর ছাড়াও ব্লক প্রশাসনের নিজস্ব জলের গাড়ি করে নিয়মিত আমরা প্রতিদিনই পর্যায়ক্রমে সব পঞ্চায়েতেই গাড়িতে করে জল পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি।।উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের মন্ত্রী পুলক রায় বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন যেখানেই পানীয় জলের সঙ্কট দেখা দেবে, সেখানেই জলের গাড়ি পাঠাতে হবে। সেই মতো আমরা কোথায় কোথায় জলের সঙ্কট আছে, তা জানানোর জন্য জেলাশাসকদের বলেছি। সেই সব জায়গায় জলের গাড়ি পাঠানো হবে। তবে ইতিমধ্যেই পানীয় জল পাঠানোর কাজ শুরু হয়েছে।মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন,তবে শুধুমাত্র হাওড়া জেলাতেই নয়, রাজ্য জুড়েই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।উলুবেড়িয়া মহকুমার পিএইচই অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পার্থসারথি হালদার ও উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার সম্বিত প্রামাণিক জানিয়েছেন,যে সব পঞ্চায়েত এলাকায় টিউবওয়েল বিগড়ে গিয়েছে,সেই সব এলাকায় পঞ্চায়েত মারফত টিউবওয়েল সারানোর কাজ চলছে।এছাড়াও যেখানে জলের সঙ্কট দেখা দিচ্ছে সেখানে পিএইচই এবং ব্লক প্রশাসনের মারফত আমরা সেই এলাকায় দ্রুত জল পৌঁছানোর জন্য কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।

বাংলায় ভোট প্রচারে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বাংলায় নারীকে দুর্গারূপে পুজো করা হয়। তাহলে কেন সন্দেশখার মতো ঘটনা ঘটে? লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বীরভূমে প্রচারে এসে মমতার সরকারকে প্রশ্ন করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।
মঙ্গলবার বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দেবতনু ভট্টাচার্যের প্রচারে সিউড়িতে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ নির্বাচনী প্রচারে করলেন। সিউড়ির বেণীমাধব স্কুল মাঠে দুপুর একটাই রাজনৈতিক সভায় যোগদান করেন তিনি। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এর বীরভূমের সভা ঘিরে কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়।
বাংলায় ৪২ টি লোকসভা আসনের মধ্যে ৩৫টি টার্গেট কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতাদের। টার্গেট ৩৫টি আসনের মধ্যে অন্যতম বীরভূম লোকসভা কেন্দ্র। ঘনঘন দিল্লির বিজেপি নেতারা বীরভূমে ছুটে আসছেন। সোমবারই মিঠুন চক্রবর্তী বীরভূমের নলহাটি তে রোড শো করেছিল। মঙ্গলবার যোগী আদিত্যনাথ। ৩ রা মে বীরভূমে নরেন্দ্র মোদির সভা।
সিউড়ির বেণীমাধব স্কুল মাঠে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ রাজনৈতিক জনসভা করেন।
দুপুর একটা সময় সিউড়ির ইরিগেশন কলোনি মাঠে যোগীজীর হেলিকপ্টার অবতরণ করে। সেখান থেকে তিনি সড়কপথে হাই সিকিউরিটির মধ্য দিয়ে বেনীমাধব স্কুল মাঠ সভাস্থলে যান।
মঙ্গলবার বীরভূমের সিউড়ি বেনীমাধব স্কুল মাঠের বিজেপির অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কে সমালোচনা করেন। তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, পশ্চিমবাংলায় তো নারীকে দুর্গার রূপে পূজা করা হয়। তাহলে সন্দেশখালীর মত ঘটনা কেন ঘটবে ? বাংলার সরকারের প্রতি প্রশ্ন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য শিক্ষা সামগ্রিক বিষয় নিয়েও কার্যত তুলোধোনা করেন তিনি। আগামী ১৩ই মে বীরভূমে চতুর্থ দফার লোকসভা নির্বাচন।
বৈশাখের তীব্র দাবদাহ গোটা জেলা জুড়ে। তারপর রাজনৈতিক উত্তাপ আরো বাড়ছে। বিশেষ করে বীরভূমে একের পর এক শাসক বিরোধী হেভিওয়েট নেতাদের রাজনৈতিক কর্মসূচিকে ঘিরে।

তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান জলঙ্গিতে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: নির্বাচনী সভায় যোগদান করলেন বাম কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গি বিধান সভার সাদিখান দেয়ার অঞ্চলে। এদিন মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী আবু তাহের খানের সমর্থনে পথসভা অনুষ্ঠিত হয় সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূলের সংখ্যালঘু সভাপতি মোশারফ হোসেন, বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক, রাজ্য ছাত্র নেতা সুপ্রিয় চন্দ, জেলা ছাত্র পরিষদের সভাপতি সানসাইন,ব্লক সভাপতি মাসুম আলী আহমেদ, সাদিখান দেয়ার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহাবুল ইসলাম, যুব সভাপতি মোশারফ হোসেন সহ একাধিক অঞ্চল ও ব্লক নেতৃত্ব গণ। এদিনের সভায় বাম কংগ্রেসের পাশাপাশি বিজেপি কে একাধিক ভাষায় আক্রমন করেন রাজ্য সংখ্যালঘু সভাপতি। তিনি আরো বলেন নির্বাচনের পরে আর বিরোধীদের খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাংলার উন্নয়নের জন্য তৃণমূলের প্রার্থী আবু তাহের খান কে বিপুল ভোটে জয়ী করতে হবে বলে জানান।
বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক বলেন যেভাবে বিরোধী দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেই চলেছে। আগামীতে আরো বড় যোগদান হবে বলেও তিনি জানান। এদিন মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী আবু তাহেরের সমর্থনে চোয়াপাড়া অঞ্চলের সরকারপাড়ায় মিছিল করেন,এবং মিছিল শেষ করে আবার সাদিখান দেয়ার অঞ্চলের কালীগঞ্জ বাজারে পথসভা ও যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয় সন্ধ্যায়। যোগদান শেষ করে ফরিদপুর অঞ্চলের ভিটেপাড়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে নির্বাচনীয় সভা অনুষ্ঠিত হয় দিন দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে। এদিনের সভায় দলীয় কর্মী সমর্থকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

অভিজিৎ ও শুভেন্দুর বাড়ি ঘেরাও করার ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: হাইকোর্টের নির্দেশে ১৬ সালের শিক্ষক নিয়োগের পুরো প্যানেলটি বাতিল করা হয়। এই আবহাওয়ায় সুপ্রিম কোর্টের দিকে তাকিয়ে চাকরি হারারা। গতকাল সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী এই মামলার শুনানি হবে আগামী সোমবার।
রায়দান ঘিরে বাড়ছে চরম উৎকণ্ঠা। উৎকণ্ঠা কমিয়ে আন্দোলনের ঝাঁজ আরো বাড়াতে গত রবিবার থেকে তমলুকের হাসপাতাল পড়ে অবস্থান বিক্ষোভে বসে চাকরিহারা শিক্ষকরা। তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি এবং প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির আয়োজনের শুরু হয় অবস্থান বিক্ষোভ। গতকাল সুপ্রিম কোর্টের শুনানির দিন পেছতেই আগামী সোমবার পর্যন্ত অনশনের ডাক দেন তৃণমূলের শিক্ষক সমিতির নেতারা। মঙ্গলবার অবস্থান-বিক্ষত তৃতীয় দিন এবং অনশনের দ্বিতীয় দিন ছিল। অনশনে যোগ দিয়েছে চাকরিহারা শিক্ষকদের পরিবার ও।এই রায় বিজেপি প্রভাবিত এই দাবি জানিয়ে অভিজিৎ গাঙ্গুলী এবং শুভেন্দু অধিকারীর শান্তি কুঞ্জের বাড়ি ঘেরাও করা হবে এমনটাই জানান প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের নেতা মইদুল ইসলাম। তিনি আরো জানান তাদের দাবিকে সমর্থন জানিয়ে পথে নামতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক ব্যানার্জি। চাকরি হারারা জানাচ্ছেন তারা যোগ্য। আপাতত সোমবার সুপ্রিম কোর্টের রায় কোন দিকে যাবে সেই নিয়ে উৎকণ্ঠিত তারা। তবে সুবিচার মিলবে এই আশাবাদী।

তীব্র দহনে মাইকিং থানার

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ইতিমধ্যেই জেলার তাপমাত্রা ছাড়িয়েছে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, তীব্র তাপপ্রবাহে বিষ্ণুপুর থানা পুলিশের পক্ষ থেকে দিকে দিকে করা হচ্ছে মাইকিং, বাসস্ট্যান্ডে পথচারীদের খাওয়ানো হচ্ছে ঠান্ডা জল কাঁচা ছোলা ও গুড়। লাল মাটির জেলা বাঁকুড়া পুড়ছে। তীব্র তাপপ্রবাহের জ্বলছে চারিদিক। জেলায় জারি রয়েছে লাল সতর্কতা। এমাতো পরিস্থিতিতে বিষ্ণুপুর থানা পুলিশের পক্ষ থেকে দিকে দিকে মাইকিং করা হচ্ছে সচেতন করা হচ্ছে মানুষকে। এই তাপপ্রবাহে জঙ্গলে দাবানলের সৃষ্টি হতে পারে। তাই সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বার্তা প্রেরণ করা হচ্ছে জঙ্গলে যাতে কেউ আগুন না লাগায়। অন্যদিকে বিষ্ণুপুর থানা পুলিশের পক্ষ থেকে বিষ্ণুপুর রসিকগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডে পথ চলতি সাধারণ মানুষকে খাওয়ানো হচ্ছে ঠান্ডা পানীয় জল কাঁচা ছোলা এবং গুড়।

মালদায় রোড শো মমতার

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: উত্তর মালদা এবং দক্ষিণ মালদা দুই প্রার্থীর সমর্থনে প্রায় চার কিলোমিটার পায়ে হেঁটে রোড শো করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক জনজোয়ার। সারা রাস্তা দুই পাশে জন জোয়ারে ভাসলো মালদা শহর। মিছিল ৪২০ মোড়ে শুরু হয় এবং শেষ হয় রবীন্দ্র ইভিনিউ। সেখানে রবীন্দ্রনাথের মূর্তিতে ফুল দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছাড়াও মিছিলে ছিলেন মালদার দুই প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাহনেওয়াজ আলী রায়হান, মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী, তৃণমূলের জেলা সভাপতি আবদুল রহিম বকসি, শহর সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তেওয়ারী, যুব নেতা সৌমিত্র সরকার, এমডি অভিষেক, বুবাই গোস্বামী সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

প্রথম নজর

নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করতে পারে আইসিসি

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের যুদ্ধবাজ প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে চলতি সপ্তাহে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করতে পারে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত বা আইসিসি।
ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় বর্বর আগ্রাসন, গণহত্যা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে এই গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হবে।
সোমবার মার্কিন টেলিভিশন চ্যানেল এনবিসি এ খবর দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, নেতানিয়াহুর পাশাপাশি ইসরাইলের শীর্ষ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হতে পারে। ইসরায়েলের এক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে এনবিসি দাবি করেছে, নেতানিয়াহুর পাশাপাশি যুদ্ধমন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট এবং অজ্ঞাতনামা কয়েকজন শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এই পরোয়ানা জারি করা হবে। তবে, গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা থামাতে কূটনেতিক চ্যানেলে চেষ্টা চালাচ্ছে তেল আবিব। ইসরায়েলি গণমাধ্যমের তথ্য অনুসারে, যেসব সামরিক কর্মকর্তা আইসিসি'র গ্রেফতারি পরোয়ানার মুখে পড়তে পারেন তার মধ্যে সেনাপ্রধান হেরজি-হালেভি রয়েছেন। আইসিসি এই খবরকে অস্বীকার করেনি, আবার নিশ্চিতও করেন। সংস্থাটি এনবিসি টেলিভিশনকে জানিয়েছে, তারা স্বতন্ত্রভাবে ফিলিস্তিনের পরিস্থিতি তদন্ত করছে।
ইসরায়েল ২০১৪ সালে গাজা এবং পশ্চিম তীরে যুদ্ধের নামে যে হত্যাযজ্ঞ ও অপরাধ চালিয়েছিল; তার বিরুদ্ধে ২০২১ সাল থেকে তদন্ত চালাচ্ছে আইসিসি। এছাড়া, গত ৭ অক্টোবর থেকে ইসরাইল গাজায় যে বর্বর আগ্রাসন, গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে মামলা করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে আমেরিকা, রাশিয়া ও চীনের মতো ইসরায়েলও আইসিসি'র সদস্য নয়। সে ক্ষেত্রে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীকে বিচারের মুখোমুখি করার জন্য হেগে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম।

ইসরায়েলবিরোধী মার্কিন ক্যাম্পাস বিক্ষোভে সমর্থন ১৯০ পরামর্শক গোষ্ঠীর

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলা ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভে প্রায় ১৯০টি পরামর্শক গোষ্ঠী তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেছে।
ক্যাম্পাসগুলোতে বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ধরপাকড় চলার মধ্যেই তারা যেভাবে আন্দোলন চালাচ্ছেন, তাতে তাদের সাহসের প্রশংসা করেছে গোষ্ঠীগুলো।
গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে রয়েছে, ধর্মীয়, নাগরিক অধিকার ও প্রগতিশীল ভাবধারার সংগঠনগুলো।
ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের নির্বিচারে আগ্রাসনকে যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত সমর্থনের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ জানাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। পরামর্শক গোষ্ঠীগুলোর কয়েকটি ওয়ার্কিং ফ্যামিলিস পার্টি, ইফ নট নাউ মুভমেন্ট, সানরাইজ মুভমেন্ট, মুভমেন্ট ফর ব্ল্যাক লাইভস ও জেন-জেড ফর চেঞ্জ।
সোমবার এক যৌথ বিবৃতিতে সংগঠনগুলো আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করে।
বিবৃতিতে বলা হয়, ভীষণ রকম চাপের পরিবেশ, ভয়ভীতি ও প্রতিশোধের শিকার হওয়া সত্ত্বেও যেসব শিক্ষার্থী গাজায় ইসরায়েলি হামলা এবং দেশটিকে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র ও অর্থ সহায়তার বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিবাদ জানানোর অধিকারের চর্চা করছেন, তাদের প্রশংসা করি আমরা। সংগঠনগুলো বলেছে, শিক্ষার্থীরা এই সুস্পষ্ট দাবি নিয়ে এগিয়ে এসেছেন যে, যেসব প্রতিষ্ঠান ইসরায়েলের দখলদারিত্ব থেকে সুবিধা নিচ্ছে, এদের সঙ্গে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সম্পর্ক নেই। সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসগুলোতে ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থীদের নিরাপদ পরিবেশের দাবি জানাচ্ছেন তারা।
বিবৃতিতে সই করা সংগঠনগুলোর মধ্যে আরো রয়েছে- আরব আমেরিকান ইনস্টিটিউট, এমপাওয়ার চেঞ্জ অ্যাকশন ফান্ড, গ্রিনপিস ইউএসএ এবং জাস্টিস ডেমোক্র্যাটস।

ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের বহিষ্কার করছে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়া ফিলিস্তিনিপন্থী বিক্ষোভের কারণে দেশটিতে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। পুলিশি বাধার মুখেও বিক্ষোভ দমানো যাচ্ছে না। বরং আরো বেশি দেশটির কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে গাজা যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ ছড়িয়েছে।
জানা গেছে, এরইমধ্যে কয়েক শ বিক্ষোভকারীকে আটক করা হয়েছে। এ ছাড়া বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাস থেকে সরে না যাওয়ায় তাদের বহিষ্কার করছে নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সপ্তাহ দু-এক আগে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ফিলিস্তিনপন্থীদের তুমুল বিক্ষোভ শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে তা পুরো যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ে।
বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তাঁবু বানিয়ে চলে বিক্ষোভ।
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁবু সরিয়ে নিতে ও বিক্ষোভ বন্ধ করতে গতকাল সোমবার পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছিল। নির্দেশ না মানলে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তবে কর্তৃপক্ষের বেঁধে দেওয়া সময়সীমা উপেক্ষা করে গতকালও বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেন।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, বিক্ষোভকারীরা মাস্ক এবং উজ্জল টপস পরিধান করে মানব প্রাচীর তৈরি করেছে। যাতে পুলিশ তাদের তাবু ভেঙে দিতে না পারে। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সহ যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে গাজায় ইসরায়েলি হামলা বন্ধে শিক্ষার্থীরা ব্যাপক বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘ ছয় মাস ধরে গাজায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। এ হামলায় ৩৪ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়েছে লাখ লাখ মানুষ। এমন পরিস্থিতিতে এ অঞ্চলটি এখন দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে।
এদিকে অস্টিনে অবস্থিত টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে বিক্ষোভ করায় বহু শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

যুক্তরাষ্ট্রে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভ থেকে পিছু হটবে না শিক্ষার্থীরা

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়া ফিলিস্তিনিপন্থী বিক্ষোভের কারণে দেশটিতে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। পুলিশি বাধার মুখেও বিক্ষোভ দমানো যাচ্ছে না। বরং আরও বেশি দেশটির কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে গাজা যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ ছড়িয়েছে। ফিলিস্তিনপন্থী এই বিক্ষোভ শুধু যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সীমাবদ্ধ নেই। পাশের দেশ কানাডাতেও বিক্ষোভ করেছেন ফিলিস্তিনপন্থী শিক্ষার্থীরা। এ ছাড়া ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে এমন প্রতিবাদ।
ইউরোপের যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সে ব্যাপকভাবে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভ দেখা গেছে। সিএনএনের প্রতিবেদনে জানানো হয়, যুক্তরাষ্ট্রে চলমান বিক্ষোভের কারণে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় অনেককেই গ্রেপ্তার-আটক করা হচ্ছে। তবে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকার কথা জানিয়েছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। তাঁরা বলছেন, ফিলিস্তিনকে সমর্থনের কারণে তাঁরা যেকোনো পরিণতির জন্য প্রস্তুত আছেন। লস অ্যাঞ্জেলেসে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ায় (ইউসিএলএ) ক্যাম্পাসে ফিলিস্তিনিপন্থী বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে ইসরায়েলপন্থীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। ইউসিএলএর ভাইস চ্যান্সেলর মেরি ওসাকোর জানান, গত রোববার দুই পক্ষকে আলাদা রাখতে তৈরি করা প্রতিবন্ধকতা ভেঙে ফেললে এ সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। এ সময় উভয় পক্ষের ছাত্রছাত্রীরা একে অপরকে ধাক্কা দেন। এমনকি স্লোগান দিতে দিতে কিল-ঘুষি দেওয়ার মতোও কাণ্ড ঘটান অনেকেই। তাঁদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিসোঁটা নিয়ে ক্যাম্পাসে হাজির হয় পুলিশ। এই সহিংসতার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়টিতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বলে জানান ওসাকো। নর্থ ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভ থেকে গত রোববার শতাধিক শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ ছাড়া আন্দোলনকারীদের ব্যবহৃত অস্থায়ী তাঁবুও গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই দিন পুলিশ জানায়, এলাকাটিতে এখন শান্তিপূর্ণ অবস্থা রয়েছে। নর্থ ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির দাবি, শিক্ষার্থীদের ওই আন্দোলনে ও সহিংস স্লোগান দিচ্ছিলেন ফিলিস্তিনপন্থীরা। এ ছাড়া ইন্ডিয়ানা ডেইলি স্টুডেন্ট পত্রিকা জানিয়েছে, মিডওয়েস্টের ব্লুমিংটনে ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটির একটি প্রতিবাদ শিবির থেকে ২৩ বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির পুলিশ বিভাগ জানায়, ক্যাম্পাসটিতে অনুমতি ছাড়া ক্যাম্প স্থাপন করে অনুপ্রবেশের অভিযোগে ৬৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতার প্রতিমূর্তির কাছে ফিলিস্তিনের পতাকা উত্তোলন করা হয়। গত রোববার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পতাকা উত্তোলনের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যে স্থানে ফিলিস্তিনের পতাকাটি উত্তোলন করে, সেখানে সাধারণত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা উত্তোলন করা হয়।
হামাসের সঙ্গে ইসরায়েলের যুদ্ধবিরতির দাবিতে বিক্ষোভে যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস গত রোববার রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এসব বিক্ষোভ দমনের ব্যাপক চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন অনেকেই। তবু শিক্ষার্থীরা গ্রেপ্তার-বহিষ্কারের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভে অংশ নিচ্ছেন।

আফগানিস্তানে মসজিদে বন্দুক হামলা, নিহত ৬

আপনজন ডেস্ক: আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে একটি মসজিদে বন্দুকধারীর হামলায় ছয়জন নিহত এবং দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মুফতি আব্দুল মতিন কানি এ তথ্য জানিয়েছেন।
আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে একটি মসজিদে বন্দুকধারীর হামলায় ছয়জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন একজন।
সোমবার (২৯ এপ্রিল) স্থানীয় সময় রাত ৯টার দিকে দেশটির হেরাত প্রদেশের গুজারা জেলায় এ ঘটনা ঘটে। তালেবান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মতিন কানি জানান, সোমবার রাত ৯ টার দিকে হেরাত প্রদেশের গুজারা জেলায় একজন অজ্ঞাত সশস্ত্র ব্যক্তি একটি মসজিদে ইবাদতরত ব্যক্তিদের ওপর গুলি চালায়।
মঙ্গলবার (৩০ এপ্রিল) সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে মতিন কানি লিখেছেন, এই বন্দুক হামলায় ইবাদতরত ছয় বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে ও একজন আহত হয়েছে।
এদিকে, এখন পর্যন্ত কোনো গোষ্ঠী এ হামলার দায় স্বীকার করেনি। তবে বিশ্লেষকরা বলছেন, জঙ্গী গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের আঞ্চলিক শাখা আফগানিস্তানের নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি।

'ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর ৫ ইউনিট মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে'

আপনজন ডেস্ক: পৃথক ঘটনায় ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর পাঁচটি ইউনিট মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে বলে মন্তব্য করেছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীকে মার্কিন সামরিক সমর্থন দেওয়া বন্ধ করবে না বলে জানিয়েছে তারা। জানা গেছে, ফিলিস্তিনের গাজা ভূখণ্ডের বাইরে ইসরায়েলি সেনাদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের এই ঘটনা ঘটেছে এবং এর সবগুলোই ঘটেছে গাজায় চলমান যুদ্ধের আগে।
পৃথক ঘটনায় ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর পাঁচটি ইউনিট মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ী বলে প্রমাণ পেয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর। তবে তারা বলেছে, তারা ইসরায়েলি সেনাবাহিনীকে মার্কিন সামরিক সমর্থন দেওয়া অব্যাহত রাখবে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের এই সমস্ত ঘটনা বর্তমান যুদ্ধের আগে গাজার বাইরে সংঘটিত হয়েছিল।
ইসরায়েল চারটি ইউনিটে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে এবং পঞ্চমটির বিষয়ে 'অতিরিক্ত তথ্য' দিয়েছে বলে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট বলছে। এর অর্থ হচ্ছে- সমস্ত ইউনিটই মার্কিন সামরিক সহায়তা পাওয়ার জন্য যোগ্য থাকবে। ইসরায়েলের প্রধান সামরিক সহায়তা প্রদানকারী দেশ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটি প্রতি বছর ইসরায়েলকে ৩.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের অস্ত্র এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সরবরাহ করে থাকে।
সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর যে কোনো ইউনিটের বিরুদ্ধে মার্কিন সরকারের এই ধরনের ঘোষণা এটিই প্রথম। স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল বলেছেন, নিরাপত্তা বাহিনীর পাঁচটি ইউনিট মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন করেছে। তিনি বলেছেন, এই ইউনিটগুলোর মধ্যে চারটি কার্যকরভাবে এই লঙ্ঘনের প্রতিকার করেছে, যা আমরা অংশীদারদের কাছ থেকে আশা করি। বাকি একটি ইউনিটের বিষয়ে আমরা ইসরায়েল সরকারের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি; তারা সেই ইউনিটের সাথে সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্য জমা দিয়েছে। অবশ্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের এই ঘটনায় কোনো জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে কি না তা বলতে না পারলেও ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর এসব ইউনিটে সামরিক সহায়তা অব্যাহত রাখা তথা রাজনৈতিক চাপে যুক্তরাষ্ট্র পিছিয়ে গেছে বলে ওঠা দাবিকে অস্বীকার করেছে মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগ। বেদান্ত প্যাটেল বলেছেন, আমরা এখন একটি প্রক্রিয়ায় তাদের সাথে জড়িত আছি, এবং যখন সেই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হবে তখন আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব। বিবিসি বলছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ফিলিস্তিনের অধিকৃত পশ্চিম তীর এবং জেরুজালেমে মানবাধিকার লঙ্ঘনের এসব ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মার্কিন সরকার বলেছে, তারা নির্যাতন, বিচারবহির্ভূত হত্যা, জোরপূর্বক গুম এবং ধর্ষণকে এই ধরনের লঙ্ঘন হিসাবে বিবেচনা করে থাকে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ফিলিস্তিন-ইসরায়েল দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধান নিশ্চিতে আরব-ইউরোপীয়দের বৈঠক

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধান নিশ্চিতে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে গতকাল সোমবার বৈঠকে বসেছিলেন আরব ও ইউরোপীয় দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা। সৌদি আরবে চলমান ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) সম্মেলনের ফাঁকে বৈঠকে বসেন তাঁরা। বার্তা সংস্থা এএফপি এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে।
এই বৈঠকের অন্যতম উদ্যোক্তা নরওয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসপেন বার্থ আইদে। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'আমরা যদি এই দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধান এগিয়ে নিতে চাই, তবে তা নির্দিষ্ট পক্ষের ওপর ভরসা রেখে হবে না। এই পর্যায়ে এসে, ইসরায়েল বিষয়টি নিয়ে কোনো ছাড় দেবে বলে আমি বিশ্বাস করি না এবং যুক্তরাষ্ট্রও এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নেতৃত্বভার গ্রহণ করবে।'
এ সময় আসপেন বার্থ আইদে দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধান নিশ্চিতে আরব বিশ্ব ও ইউরোপীয় দেশগুলোর নেতাদের যৌথ উদ্যোগের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, 'তাই আমি মনে করি, এ বিষয়ে আমাদের সবচেয়ে বড় আশার আলো হতে পারে আরব-ইউরোপীয় নেতৃত্ব।'
গাজায় চলমান সংকটের শুরু গত বছরের ৭ অক্টোবর। সেদিন ভোরে হামাস যোদ্ধারা ইসরায়েলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে প্রায় ১ হাজার ১৩৯ জনকে হত্যা করে এবং জিম্মি করে আনে আরও ২৪০ জনেরও বেশি ইসরায়েলিকে। জবাবে সেদিনই গাজায় ব্যাপক বিমান হামলা শুরু করে ইসরায়েল। ইসরায়েলের সেই হামলা মাঝে এক দফায় অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির কারণে স্থগিত ছিল। এ ছাড়া, প্রায় সাত মাস ধরে চলা ইসরায়েলি আগ্রাসনে প্রতিদিনই বিপুল পরিমাণ মানুষ হতাহত হয়েছে। গাজা কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুসারে, ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত প্রায় ৩৪ হাজার ৫০০ জন নিহত এবং প্রায় ৭৮ হাজার আহত হয়েছে। এ ছাড়া অঞ্চলটিতে খাদ্য, পানি ও ওষুধসহ মৌলিক দ্রব্যের তীব্র অভাব দেখা দিয়েছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বৈঠকে সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফয়সাল উল্লেখ করেন, ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে বাস্তব ও অপরিবর্তনীয় পদক্ষেপগুলো একটি স্থায়ী যুদ্ধবিরতি চুক্তি অপরিহার্য উপাদান হওয়া উচিত। এ ছাড়া, সম্মেলনে অংশ নেওয়া আরও অনেক নেতাই একই অবস্থান ব্যক্ত করেছেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়
সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৩৮ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.০৮ মি.

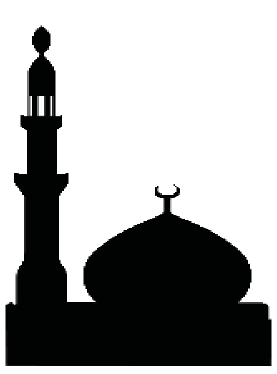

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৩৮	৫.০৪
যোহর	১১.৩৮	
আসর	৪.০৮	
মাগরিব	৬.০৮	
এশা	৭.২২	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৩	

মার্কিন রণতরীতে হুথিদের হামলা

আপনজন ডেস্ক: লোহিত সাগর এবং ভারত মহাসাগরে দুটি মার্কিন বাণিজ্য জাহাজ ও ডেস্ট্রোয়ারের ওপর হামলার দাবি করেছে ইয়েমেনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হুথি বাহিনী। স্থানীয় সময় সোমবার এসব হামলা চালানো হয় বলে গ্রুপটির মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারিয়া জানান। ইয়াহিয়া জানান, তারা যে দুটি জাহাজে হামলা করেছেন, সেগুলো হলো সাইক্ল্যাডেস এবং এমএসসি ওরিয়ন।
ভারত মহাসাগরে এমএসসি ওরিয়ন কন্টেইনারটির ওপর ড্রোন দিয়ে হামলা চালানো হয়।

মার্কিন ছাত্রদের বিক্ষোভ বিশ্বে যুদ্ধ-বিরোধী জাগরণের প্রমাণ: ইরান

আপনজন ডেস্ক: ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র নাসের কানয়ানি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা গাজা যুদ্ধের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ করছে তার মধ্য দিয়ে প্রমাণ হয় যে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্বের মানুষ জেগে উঠছে।
যুক্তরাষ্ট্রে ক্যাম্পাসগুলোতে বিক্ষোভরত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ওপর মার্কিন পুলিশের সহিংস আচরণের নিন্দা জানিয়ে ইরানি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন, মার্কিন পুলিশের এই সহিংসতা জেগে ওঠা বিশ্ব জনমতকে থামিয়ে দিতে পারবে না। সোমবার (২৯ এপ্রিল) সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে নাসের কানয়ানি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে মানবাধিকারের প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্র তাদের দ্বৈত নীতি প্রদর্শন করেছে। মার্কিন পুলিশের এই আচরণ ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় বরং এটা উদ্বেগের বিষয় বলে আমরা মনে করি।
আরব নিউজের খবরে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ফিলিস্তিনের পক্ষে এবং ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল। বিক্ষোভের অভিযোগে ইতিমধ্যে সাত শতাধিক শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করেছে মার্কিন পুলিশ।

কলম্বিয়ায় হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে ৯ সেনা নিহত

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আমেরিকার দেশ কলম্বিয়ায় হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে দেশটির ৯ সেনা নিহত হয়েছেন। সোমবার উত্তর বলিভার বিভাগে তাদের হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে এ মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে দেশটির কর্তৃপক্ষ।
দেশটির প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেট্রো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে বলেছেন, গালফ ক্ল্যান গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য নতুন সেনাদের সরবরাহ করার সময় হেলিকপ্টারটি দুর্ঘটনার মুখে পড়ে। বিধ্বস্ত এই হেলিকপ্টারটি ছিল রাশিয়ার তৈরি এমআই-১৭ মডেলের। অবশ্য প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেট্রো বা দেশটির সামরিক বাহিনীর কেউই রাশিয়ার তৈরি এই হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হওয়ার কারণ সম্পর্কে কিছু বলেনি। এছাড়া হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হওয়ার সঙ্গে গালফ ক্ল্যান গোষ্ঠীর কোনো সংশ্লিষ্টতা আছে কিনা সেটিও উল্লেখ করা হয়নি। কলম্বিয়ায় এই গোষ্ঠীটির ৪ হাজার সশস্ত্র যোদ্ধা রয়েছে।

পেরুতে বাস খাদে পড়ে ২৫ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: লাতিন আমেরিকার দেশ পেরুর উত্তরাঞ্চলে পাহাড়ি রাস্তা থেকে একটি বাস খাদে পড়ে অন্তত ২৫ জন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো বহু মানুষ। মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম এএফপি। পৌরসভার কর্মকর্তা জেইম হেরেরা বলেন, ৫০ জনেরও বেশি যাত্রী নিয়ে বাসটি একটি নদীর ধারে পড়ে যায় এবং আরোহীদের কয়েকজন পানিতে ভেসে গেছে। স্থানীয় কর্মকর্তা ওলগা বোবাডিলা আরপিপি রেডিওকে বলেছেন, গত রোববার গভীর রাতে কাজামার্কার আন্দিয়ান অঞ্চলে গর্তযুক্ত ময়লা রাস্তায় এ ঘটনা ঘটে এবং বাসটি প্রায় ২০০ মিটার (প্রায় ৬৫০ ফুট) গভীরে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার পর তাৎক্ষণিকভাবে ২৩ জনের নিহত হওয়ার কথা জানানো হলেও পরে এই তথ্য হালনাগাদ করে ২৫ জন বলে জানানো হয়। উদ্ধারকর্মীরা এবং দমকলকর্মীরা দুর্ঘটনাস্থলে রয়েছেন এবং সেখান থেকে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া এই দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির পর সেলেনডিন পৌরসভা ৪৮ ঘন্টার শোক ঘোষণা করেছে। বাসটি রাস্তায় চলাচলের উপযোগী ছিল কিনা তা খতিয়ে দেখছে কর্তৃপক্ষ। প্রসঙ্গত, পেরুতে বাস দুর্ঘটনা খুবই সাধারণ বিষয়। বিশেষ করে রাতে এবং পাহাড়ের হাইওয়েতে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে থাকে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ১১৮ সংখ্যা, ১৮ বৈশাখ ১৪৩১, ২১ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

সচেতনতা

প্রেসিডেন্ট হিসাবে ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম বত্সরে যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে হামলার ২০ বত্সর পূর্তি অনুষ্ঠানে জো বাইডেন একটি ভিডিও-বার্তায় বলিয়াছিলেন—‘ঐক্যই আমাদের বড় শক্তি।’ ইউনাইটেড তথা ঐক্যবদ্ধ থাকিবার মধ্যেই পুঞ্জীভূত হয় বৃহত্ শক্তি। আমরা যদি মহাবিশ্বের দিকে তাকাই, দেখিতে পাইব সেইখানে রহিয়াছে পুঞ্জীভূত মহাশক্তির মহাসম্মিলন। তাহা ছড়াইয়া রহিয়াছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি স্তরে। সেইখানে সম্মিলিত পুঞ্জীভূত শক্তি মিলিয়াই তৈরি করিতেছে নক্ষত্র। অর্থাত্ সম্মিলন তথা ঐক্য ব্যতীত কখনোই বড় শক্তি তৈরি হয় না। এইভাবেই এই জগত্ তৈরি হইয়াছে, যাহা অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। এই বৈচিত্র্যের ব্যাপারে গ্রেট অটোম্যান সুলতান সুলেমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট ষোড়শ শতাব্দীতে বলিয়াছিলেন, ‘মহান আল্লাহ ভিন্নতা পছন্দ করেন। তাহা না হইলে এক রঙের ফুলই সৃষ্টি করিতেন; দেখা যাইত সকল জায়গায় একই রঙের পাখি, একই রঙের মানুষ। কিন্তু আমরা একেক জন একেক রকম। কারণ, বিচিত্রতাই সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য।’

সুতরাং আমাদের চারিদিকেও ভিন্নতা থাকিবে—ইহাই স্বাভাবিক। ইহাই জগতের নিয়ম। মনে রাখিতে হইবে, নিজের ভাগ্য নিজেকেই গড়িতে হয় এবং তাহা পরিশ্রম করিয়া আদায় করিতে হয়। কোথাও অন্যায়-অবিচার হইলে তাহার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ানোটাই দস্তুর। সুতরাং সচেতন নাগরিক হিসাবে আমাদেরও কর্তব্য রহিয়াছে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তোলা। এই জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকিতে হইবে। আর ঐক্যের অভাব ঘটিলে কী হইতে পারে—ইহা লইয়া অসংখ্য নীতিগল্প রহিয়াছে। এই ক্ষেত্রে একটি প্রচলিত গল্পের পুনঃপাঠ করা যাক। গল্পটি সংখ্যাবিষয়ক। একবার স্কুলের ক্লাসে ‘সংখ্যা-৯’ ‘সংখ্যা-৮’-কে চাপিয়া ধরিয়া হেনস্তা করিল। সংখ্যা-৮ বলিল—তুমি আমাকে আঘাত করিলে কেন? সংখ্যা-৯ বলিল—আমি বড়, তাই তোমাকে মারিতে পারি। তখন সংখ্যা-৮ জ্যেষ্ঠতার অধিকার লইয়া সংখ্যা-৭-কে মারিল! সংখ্যা-৭ ঘুরিয়া সংখ্যা-৬-কে মারিল! এইভাবে চলিতে চলিতে শেষ পর্যন্ত ‘সংখ্যা-২’ যখন ‘সংখ্যা-১’-কে মারিল ‘সংখ্যা-০’ (শূন্য) তখন ভাবিল—এইবার তো আমার পালা! আমার চাইতে ছোট কেহ নাই। সে নিরাপত্তার আশায় একটু দূরে গিয়া বসিল। ‘সংখ্যা-১’ তখন গিয়া ‘০’ (শূন্য)-র বাম পাশে বসিয়া বলিল—আমি তোমাকে মারিব না। শূন্য হইলেও তোমাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু ১ গিয়া ০-এর বাম পাশে বসিবার কারণে তাহারা দুইয়ে মিলিয়া হইয়া গেল ১০! অর্থাত্ সকলের চাইতে বড়। এই নীতিগল্পটি বলিয়া দেয়—‘ঐক্যবদ্ধ’ থাকিলে সকলকে ছাড়াইয়া যাওয়া যায়। সুতরাং আমাদের মধ্যে ঐক্য থাকিতে হইবে। আমরা যদি ‘এক’ থাকি, তাহা হইলে আমাদের ভাগ্য লইয়া কেহ ছিনিমিনি খেলিতে পারিবে না। আমাদের ধর্মেও পারস্পরিক ঐক্য, মৈত্রী ও সম্প্রীতিকে অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং মানবজাতির জন্য কল্যাণকর বলিয়া মনে করা হয়। সুরা-৯ তওবা, আয়াত-৯২-এ বলা হইয়াছে, ‘এই যে তোমাদের জাতি, এই তো একই জাতি আর আমি তোমাদের পালনকর্তা, অতএব তোমরা (ঐক্যবদ্ধভাবে) আমারই ইবাদত করো।’

সুতরাং আমাদের ঐক্যসাধন প্রয়োজন। যেই এলাকায় জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ রহিয়াছে, সেই এলাকার মানুষেরা কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের স্বাদ পাইতেছে। এই জন্য বলা হয়, বিভাজন নহে, ঐক্যই উন্নয়নের সবচাইতে বড় সহায়ক। এই জন্য সকলকে সচেতন হইতে হইবে। মানুষ সচেতন না হইলে অন্ধকার দূর হইবে না। এই জন্য কাজী নজরুল ইসলাম বলিয়াছেন—‘আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে?’

• • • • • • • • • • • •

আমেরিকা জুড়ে ছাত্রবিক্ষোভ যেভাবে ফিলিস্তিনিদের দিকে হাওয়া ঘুরিয়ে দিচ্ছে

যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ফিলিস্তিনের পক্ষে নজিরবিহীন বিক্ষোভ চলছে। ৪০টির বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ শিবির গড়ে তুলেছেন তাঁদের ক্যাম্পাসগুলোতে। শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছেন না। এ পর্যন্ত সারা যুক্তরাষ্ট্রে নয় শর বেশি শিক্ষার্থীকে আটক করেছে পুলিশ। এরপরও বিভিন্ন ক্যাম্পাসে তাঁবু টানিয়ে বসে পড়েছেন শিক্ষার্থী। বরং শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে পুলিশ ও কর্তৃপক্ষ নানাভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ দাঙ্গা পুলিশ দিয়ে পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করার উসকানি দিচ্ছে। লিখেছেন **মারুফ মল্লিক..**

যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ফিলিস্তিনের পক্ষে নজিরবিহীন বিক্ষোভ চলছে। ৪০টির বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ শিবির গড়ে তুলেছেন তাঁদের ক্যাম্পাসগুলোতে। শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছেন না। এ পর্যন্ত সারা যুক্তরাষ্ট্রে নয় শর বেশি শিক্ষার্থীকে আটক করেছে পুলিশ। এরপরও বিভিন্ন ক্যাম্পাসে তাঁবু টানিয়ে বসে পড়েছেন শিক্ষার্থী।

বরং শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে পুলিশ ও কর্তৃপক্ষ নানাভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ দাঙ্গা পুলিশ দিয়ে পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করার উসকানি দিচ্ছে।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা চাইছেন গাজার ওপর ইসরায়েল হামলা বন্ধ করুক। ইসরায়েলকে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও আর্থিক সহায়তা বন্ধ করতে হবে। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র বছরে ইসরায়েলকে তিন বিলিয়ন ডলারের সামরিক সহায়তা দিয়ে থাকে। এর পাশাপাশি আর্থিক সহায়তাও করে থাকে যুক্তরাষ্ট্র।

আন্দোলনকারীদের মতে, এসব সহায়তা বন্ধের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ইসরায়েলের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সহযোগিতামূলক গবেষণা, শিক্ষা কর্মসূচি বন্ধ করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক বিষয়ে আরও স্বচ্ছতা আনতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের যেসব প্রতিষ্ঠান ইসরায়েলকে কারিগরি, আর্থিক ও সামরিক সহায়তা দেয়, তাদের সঙ্গেও সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

এই আন্দোলনে নানা জাতি, বর্ণ ও ধর্মের শিক্ষার্থীরা অংশ নিচ্ছেন। এটা কোনো সুনির্দিষ্ট একটি দেশ, জাতি বা ধর্মের অনুসারীরা করছেন না। গণতন্ত্রকামী, উদারপন্থী, মধ্যপন্থী—সবাই মিলেই এই আন্দোলনে অংশ নিচ্ছেন। মূলত কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন শুরু হলেও পরে তা পুরো যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ে।

যুক্তরাষ্ট্রের এই শিক্ষার্থী আন্দোলন পশ্চিমের সমাজে ফিলিস্তিন নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি বদলের পরিষ্কার বার্তা বহন করে। এখানে শাসকগোষ্ঠী ও নাগরিক সমাজের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন ঐতিহাসিকভাবে ইসরায়েলের পক্ষে থাকলেও সাধারণ নাগরিক সমাজ এর বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। বছরের পর বছর অর্থ ও সামরিক সমায়তা দিয়ে সংঘাত জিইয়ে রাখার পক্ষে না যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষ।

যুক্তরাষ্ট্রে ৪০টিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়েছে ফিলিস্তিনের পক্ষে বিক্ষোভ

যুক্তরাষ্ট্রে ৪০টিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়েছে ফিলিস্তিনের পক্ষে বিক্ষোভ

ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে কমছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সিবিএস টিভি নেটওয়ার্কের জরিপকে উদ্ধৃত করে আল-জাজিরা জানিয়েছে, দেশটির ৩২ শতাংশ মানুষ ইসরায়েলকে সহায়তা করার পক্ষে। গত বছরের অক্টোবরে ৪৭ শতাংশ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ইসরায়েলকে সহায়তা করার পক্ষে ছিলেন। ফলে দেখাই যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সমাজে দিন দিন ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন বিশেষ করে যুদ্ধের প্রতি সমর্থন হ্রাস পাচ্ছে। একই সঙ্গে প্রজন্মগত পার্থক্যও এই আন্দোলন সামনে নিয়ে এসেছে। তরুণেরাই এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

ফিলিস্তিন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের তরুণেরা বয়স্কদের থেকে অনেক বেশি সহানুভূতিশীল।

যুক্তরাষ্ট্রের একদম ঘরের মধ্যে ইসরায়েলবিরোধী এত বড় বিক্ষোভ গড়ে ওঠা কিছুটা অবাক করার মতোই বিষয় বটে। অকল্পনীয়ও বলা চলে। এটা ইসরায়েলের জন্যও বড় ধরনের হুমকি হতে পারে ভবিষ্যতে। কারণ, ইসরায়েল টিকেই আছে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ভর করে। যুক্তরাষ্ট্রেই যদি জনমত ঘুরে যায়, তবে ইসরায়েলের অবস্থান নড়বড়ে হয়ে যাবে।

সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে গড়ে ওঠা এই আন্দোলন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ও ইসরায়েলের গোয়েন্দা আগে থেকে আঁচ করতে পারেনি সম্ভবত। এবং আন্দোলন শুরু হওয়ার পর এর নিয়ন্ত্রণ নিতে পারেনি বা শুরুতেই দমিয়ে দিতে পারেনি।

ইসরায়েলপন্থী শিক্ষার্থীদের মাঠে নামিয়েছিল যদিও। কিন্তু খুব বেশি সুবিধা করতে পারেনি। পুরো আন্দোলনের মাঠ ফিলিস্তিনপন্থী শিক্ষার্থীদের দখলে চলে গেছে। এটা যুক্তরাষ্ট্রের ও ইসরায়েলের বড় ধরনের ব্যর্থতা হিসেবেই বিবেচিত হবে।

এই আন্দোলন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলবিরোধীরা সুযোগ নিতে ভুল করছে না। আন্দোলন শুরু হওয়ার পরপরই ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের উচিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা। ইরানের কাছ থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে এখন গণতন্ত্রের সবক শুনতে হয়। বোঝাই যাচ্ছে বিশ্বরাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্র দিন দিন পায়ের নিচে জমি হারাচ্ছে।

একটি জিনিস বলতেই হবে, যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষার্থীরা বড় ধরনের ঝুঁকি নিয়েই ফিলিস্তিনের পক্ষে মাঠে নেমেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মোটা অঙ্কের অর্থ দিয়েই শিক্ষার্থীদের পড়তে হয়। এই আন্দোলনের কারণে অনেকের সনদ বাতিল হতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরে বহিষ্কৃত হতে পারেন। আর্থিক জরিমানার কবলে পড়তে পারেন।

ইতিমধ্যেই অনেকে নানা হয়রানির শিকার হয়েছেন। এসব বিবেচনায় নিয়েই তাঁরা আন্দোলন সৃষ্টি করেছেন ও যোগ দিয়েছেন।

এই আন্দোলনের কারণে সহানুভূতির পাল্লা এখন ফিলিস্তিনের দিকে ঘুরে গেছে অনেকটাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান নাৎসিদের হাতে অত্যাচারিত হওয়ায় এত দিন ইসরায়েল যে সহানুভূতি পেত, এখন সেই সহানুভূতি ফিলিস্তিনের দিকে চলে গেছে। কারণ, দীর্ঘ সময় ধরে ফিলিস্তিনিরা এ নিয়ে প্রচার ও কাজ করছিল।

ফিলিস্তিনিদের মূল যুক্তি ছিল, ইসরায়েল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নির্যাতিত হওয়ার সহানুভূতি নিয়ে একই কাজ ফিলিস্তিনিদের ওপর করছে, যা নাৎসিরা করেছিল। বিশেষ করে চলমান গাজা যুদ্ধে ইসরায়েলের ধ্বংসলীলা ফিলিস্তিনিদের যুক্তি ও প্রচারণাকে আরও প্রতিষ্ঠিত করেছে।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক এনজিও অ্যাকশন ফর হিউম্যানিটির জরিপ অনুসারে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের ৫৯ শতাংশ মানুষ মনে করেন, ইসরায়েল গাজায় গণহত্যা পরিচালনা করছে। ইসরায়েলের গণমাধ্যম হারেৎস জানিয়েছে, গণহত্যার অভিযোগে ইসরায়েলের রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আটকের পরোয়ানা জারি করতে পারে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আদালত।

শুধু মানবিক সহানুভূতিই নয় বৈশ্বিক বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ও সামাজিক পরিস্থিতিও এই আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছে। সারা বিশ্বেই মূল্যস্ফীতি, সামাজিক সুযোগ-সুবিধা হ্রাস পাওয়া, বেকারত্ব বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে কঠিন করে তুলেছে। এ অবস্থায় বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ করা ও বিভিন্ন দেশকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের সামরিক সহায়তা যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে হতাশা বাড়িয়ে দিচ্ছে।

এর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের নতুন এই তরুণ প্রজন্ম ইসলামবিদ্বেষ, পারস্পরিক অনাস্থা ও অবিশ্বাসের সমাজ থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। এমনিতেই যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ ধারায় বিভাজিত। এর সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে মুসলিম ও অমুসলিম বিভাজন। এত বড় দুটি বিভাজনরেখা নিয়ে কোনো সমাজ বেশি দিন টিকতে পারে না।

যুক্তরাষ্ট্রের নিজের অস্তিত্বের জন্য হলেও সমাজ থেকে এই বিভাজনরেখা মুছে দিতে হবে। তরুণেরা সেই দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। এখন দেখার বিষয়, যুক্তরাষ্ট্র কতটুকু নিজেদের পরিশোধিত করে শুধরে নিতে পারে। এটা সময়সাপেক্ষ বিষয়। রাতারাতি বা হুট করে যুক্তরাষ্ট্রের ইসরায়েলপন্থী অবস্থানের পরিবর্তন হবে না। তবে একটি নতুন ধারার সূচনা হতে পারে।

এই আন্দোলনের সরাসরি প্রভাব পরবর্তী নির্বাচনে পরিলক্ষিত হতে পারে। তরুণ ভোটাররা নতুন যুক্তরাষ্ট্র নির্মাণের পথ রচনা করতে পারেন সামনের নির্বাচনে।

তরুণদের মনোভাব জো বাইডেনের পুনর্নির্বাচনের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারেন। বাইডেন হারলেই তো ডোনাল্ড ট্রাম্প ফিরে আসবেন; ডেমোক্র্যাটদের এই যুক্তি ভোটারদের প্রভাবিত না করতে পারে।

ঐতিহাসিকভাবেই ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানরা ইসরায়েলকে সমর্থন করে এসেছে। তাই বাইডেন হেরে গেলে বা ট্রাম্প জিতলে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের কোনো হেরফের হবে না। আবার তরুণদের এই বিক্ষোভ, হতাশা বা আন্দোলন তৃতীয় কোনো পক্ষকে ক্ষমতায় নিয়ে আসতে পারবে না। তবে যে-ই ক্ষমতায় আসুক সামনের নির্বাচনে, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তনের ভূমিকা রাখতে পারে এই তরুণেরা। আজকে আন্দোলনের মাঠে থাকা শিক্ষার্থীরাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কমবেশি প্রতিটি যুদ্ধেই হার মানা যুক্তরাষ্ট্রকে ইসরায়েলকে সহায়তার নামে ফিলিস্তিনিদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া এক অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধের ময়দান থেকে শান্তির পথে ফিরিয়ে আনতে পারে।

ড. মারুফ মল্লিক লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক

সৌ: প্র. আ.

নেতানিয়াহু যে কারণে রাফা যুদ্ধে জিততে পারবেন না

মোতাসেম দালৌল

ইসরায়েলের সংবাদমাধ্যম ইসরায়েল হেওমের সংবাদ জানাচ্ছে, গাজার দক্ষিণাঞ্চলের শহর রাফায় স্থল অভিযানের জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি শেষ করেছে দেশটির সেনাবাহিনী। এখন তারা রাজনৈতিক নেতৃত্বের আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে।

সংবাদপত্রটির ভাষ্য হচ্ছে, এই আগ্রাসন-পরিকল্পনায় যুক্তরাষ্ট্রের সবুজসংকেত পাওয়া গেছে। গাজার অন্যান্য শহরের মতো রাফা অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। শহরটিতে এমনিতেই তিন লাখ বাসিন্দার বাস। এর সঙ্গে অবরুদ্ধ গাজার বিভিন্ন এলাকা থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে আসা আরও ১৪ লাখ উদ্বাস্তুর ঠাঁই হয়েছে সেখানে।

বিশ্বনেতারা উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছেন যে রাফায় ইসরায়েলের স্থল অভিযানে বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষ হতাহত হবেন। অবশ্য তাঁদের সেই উদ্বেগ ২০০ দিন ধরে গাজায় আগ্রাসন, গণহত্যা এবং সেখানকার অবকাঠামো ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা থেকে ইসরায়েলি বাহিনীকে বিরত রাখতে পারেনি। সে কারণেই ইসরায়েলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক জো বাইডেনসহ বিশ্বনেতারা নেতানিয়াহুর কাছে রাফায় স্থল অভিযানের এমন একটা পরিকল্পনা চেয়েছেন, যাতে সাধারণ মানুষের প্রাণ রক্ষা করা যায় এবং সেখানে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়া যায়।

ইসরায়েলের অনেক লেখক, সামরিক ও কৌশলবিদ নেতানিয়াহুকে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে সম্মত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। কেননা, বন্দী মুক্ত করে আনার উদ্দেশ্য একমাত্র চুক্তির মধ্য দিয়ে পূরণ হওয়া সম্ভব। নেতানিয়াহু তাঁর ঔদ্ধত্যের কারণে দেশের ভেতরে কিংবা বাইরের কোনো মিত্রের পরামর্শ শুনতে রাজি হননি। এমনকি তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক জো বাইডেনসহ যুক্তরাষ্ট্রের পদস্থ কর্মকর্তা কিংবা কংগ্রেসের সদস্য কারও পরামর্শ শুনতে চাননি।

নেতানিয়াহু তাঁদের সবার উদ্বেগকে উপেক্ষা করেছেন। তিনি দাবি করেছেন যে রাফায় অভিযানের পরিকল্পনা নিয়ে তিনি বেশ কয়েকবার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। অবশ্য বাইডেন সরকার এই দাবি অস্বীকার করেছে। কিন্তু নেতানিয়াহু বলছেন, রাফায় সামরিক অভিযান চালিয়ে তিনি হামাসের সামরিক সক্ষমতাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবেন, যাতে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন বাধ্য হয় বন্দীদের মুক্তি দিতে। এভাবে নেতানিয়াহু যুক্তরাষ্ট্র ও তার ঘনিষ্ঠ মিত্রসহ পুরো বিশ্বের দাবির প্রতি বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছেন। একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে পৌঁছানোর সব প্রচেষ্টাকে তিনি খাটো করছেন। অথচ ২০০ দিন ধরে নেতানিয়াহু যুদ্ধ করছেন, যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যা সংঘটিত করছেন, বাড়িঘর, স্কুল, মসজিদসহ সব অবকাঠামো ধ্বংস করেছেন, কিন্তু বন্দীদের মুক্ত করে আনতে ব্যর্থ হয়েছেন। নেতানিয়াহু হামাসের হাতে আটক ইসরায়েলি বন্দীদের মুক্ত করে আনতে পারেন একটা চুক্তির মধ্য দিয়ে।

ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন যুদ্ধবিরতি ও ইসরায়েলের জেলে আটক ফিলিস্তিনি শিশু ও নারীদের মুক্তির বিনিময়ে বন্দীদের মুক্তি দিতে চেয়েছে।

এখন নেতানিয়াহু যখন রাফা অভিযানের জন্য তোড়জোড় শুরু করেছেন, তার জোটের ভেতরে ও বাইরে এই অভিযান নিয়ে নানা সমালোচনা আসছে। হিব্রু ভাষার শীর্ষ সংবাদপত্র ম্যারিভ লিখেছে, ‘যাঁরা ভাবছেন যে রাফা এই যুদ্ধের শেষ অধ্যায় এবং এই অভিযানের মধ্য দিয়ে হামাসের পতন হয়ে যাবে, তাঁরা বুঝতে পারছেন না যে বিজয় নিয়ে নেতানিয়াহুর দাবি কৌতুক কিংবা বিভ্রমের চেয়ে বেশি কিছু নয়।’

ইসরায়েলের অনেক লেখক, সামরিক ও কৌশলবিদ নেতানিয়াহুকে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে সম্মত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। কেননা, বন্দী মুক্ত করে আনার উদ্দেশ্য একমাত্র চুক্তির মধ্য দিয়ে পূরণ হওয়া সম্ভব। নেতানিয়াহু তাঁর ঔদ্ধত্যের কারণে দেশের ভেতরে কিংবা বাইরের কোনো মিত্রের পরামর্শ শুনতে রাজি হননি। এমনকি তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক জো বাইডেনসহ যুক্তরাষ্ট্রের পদস্থ কর্মকর্তা কিংবা কংগ্রেসের সদস্য কারও পরামর্শ শুনতে চাননি।

অন্যদিকে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন রাফায় ইসরায়েল অভিযান শুরু করুক আর না-ই করুক, বন্দী মুক্তির ব্যাপারে তাদের শর্তে অনড়। ইসরায়েলের নৃশংস হামলায় বেসামরিক মানুষের প্রাণহানি যেন কম হয়, সেটা তারা চায়। কিন্তু তারা বলছে, ইসরায়েলের কারাগারে আটক সাড়ে আট হাজার ফিলিস্তিনির মুক্তির অধিকার আছে। গাজায় খোলা আকাশের কারাগারে যে ২৪ লাখ মানুষ বাস করছেন, তাঁদের স্বাধীনতার অধিকার আছে।

সুতরাং রাফায় স্থল অভিযান শুরু করুক আর না-ই করুক, নেতানিয়াহুর বিজয়ের স্বপ্ন সফল হবে না। একই সঙ্গে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রতি বৈশ্বিক সমর্থন প্রবলভাবে বাড়ছে, নেতানিয়াহুর প্রতি ক্ষোভও তুমুলভাবে বাড়ছে।

মোতাসেম দালৌল ফিলিস্তিনি সাংবাদিক ও লেখক

মিডল ইস্ট মনিটর থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

প্রথম নজর

বিজেপিতে যোগ দিয়েও ফিরল ফের তৃণমূলে

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের মতিঝিল এলাকার বেশ কয়েকজন যুবককে দিন কয়েক আগে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে ডাকা হয়। বিশেষ কিছু কারণ দেখিয়ে কথা বলার নাম করে পার্টি অফিসে ডেকে তাদের বিজেপিতে যোগদান করানো হয় বলে অভিযোগ। যোগদানের পর তিন দিনের মাথায় আবারো তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করল ওই যুবকেরা। এই ঘটনায় মুর্শিদাবাদ শহরের রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। প্রায় ৬০ থেকে ৭০ জন যুবক সোমবার সন্ধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলো। তাদের অভিযোগ, তাদেরকে কথা বলার নাম করে ডেকে বিজেপির নেতৃত্বরা ছবি তুলে সামাজিক মাধ্যমে যোগদান লিখে পোস্ট করে। সেই কথা অস্বীকার করতেই মুর্শিদাবাদ শহর তৃণমূলের সভাপতি তথা মুর্শিদাবাদ পৌরসভার পৌরপিতা কেন্দ্রজিৎ ধরের হাত ধরে আবার তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করলো তারা।

শহীদ মিনারের ধর্না মঞ্চে স্বেচ্ছায় রক্তদান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ধর্মতলার শহিদ মিনার চত্বরে ৯টি মঞ্চের অবস্থান বিক্ষোভ চলছে। ধর্মতলা এখন ধর্মতলায় পরিণত হয়েছে। অবস্থান মঞ্চগুলি কারোর ৬০০ দিনের অধিক, ৫০০ দিন, ৭৩২ দিন, ৬৭৯ দিন, ১০২৬ দিন, ৪৬১ দিন চলছে। প্রত্যেকেই এই রাজ্য সরকারের চাকরি দুর্নীতির প্রতিবাদে আন্দোলন করছেন।
তাদের অভিযোগ, সরকারের বঞ্চনার কারণে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত হয়ে প্রত্যেকেই পথে বসে আছেন, বহুবার রাজ্য সরকারের কাছে ন্যায্য দাবি জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী অযোগ্যদের হয়ে বারংবার সুর চড়িয়েছেন কিন্তু যোগ্যরা দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত সেই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী কোনো হস্তক্ষেপ গ্রহণ করেননি। প্রবল গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে শুরু করে প্রতিনিয়ত নিজেদের ন্যায্য অধিকারের দাবিতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন বঞ্চিত চাকরীপ্রার্থী সহ অস্থায়ী শিক্ষকরা এবং সরকারী কর্মচারীরা। এই সরকারের আমলে চাকরিপ্রার্থী সহ সরকারী কর্মচারী সহ অস্থায়ী কর্মচারীরা প্রত্যেকেই বঞ্চনার কারণে রাস্তায়।
সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের ৪৫৯ তম দিনে বঞ্চিত চাকরী প্রার্থীদের মহা ঐক্যমঞ্চ ও সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের উদ্যোগে মঙ্গলবার স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সরকারী ব্লাড ব্যাঙ্ক নীলরতন সরকার হাসপাতাল সহ বিভিন্ন জায়গায় আবেদন করা হয়েছিলো স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের জন্য কিন্তু শেষ মুহূর্তে প্রত্যেকেই জানিয়ে দেয় যে তাঁরা কোনোভাবেই ধর্না মঞ্চে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবেন না।
সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে লিখিতভাবে জানানোর অনুরোধ করা হলে তাঁরা সেটা দিতেও অস্বীকার করেন শুধুমাত্র তাঁরা ফোনের মাধ্যমে জানিয়ে দেন কোনোভাবেই রক্ত সংগ্রহ করা যাবে না। শেষ মুহূর্তে বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক ভরুকা ব্লাড ব্যাঙ্ক ধর্না মঞ্চে এসে রক্ত সংগ্রহ করে। প্রবল দাবদাহ উপেক্ষা করে ধর্না মঞ্চের সংকীর্ণ জায়গায় আয়োজকরা রক্তদানের ব্যবস্থা করে ৩৫ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ বলেন " রক্তদানের মতো কর্মসূচিতে সরকার প্রতিহিংসামূলক আচরণ করে এই কর্মসূচিকে বাতিল করার সবদিক থেকে প্রচুর চেষ্টা করেছেন, ব্যর্থ হয়েছে সরকার, কিন্তু শেষ মুহূর্তে আমরা গ্রীষ্মকালীন রক্ত সঙ্কটের পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের জন্য এবং মুমূর্ষ রোগীদের জন্য আমরা রক্তদান কর্মসূচি সফল করতে পেরেছি"।

সমাজ সচেতনতা বার্তা জলসায়ে বোখারিয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বীরভুম

আপনজন: দিনদিন বাড়ছে সর্বনাশা ড্রাগের নেশা।এছাড়াও মদ, লটারি,জুয়া সহ অন্যান্য নেশাগ্রস্ত এর মধ্যে দিয়েও সমাজে, সংসারে তৈরি হচ্ছে অশান্তির বাতাবরণ।পাশাপাশি মোবাইলে আসক্ত যুবসমাজও বিপথগামী হয়ে পড়ছে। সেই সমস্ত দিক দিয়ে বিরত থাকা এবং ইসলাম ধর্মীয় নীতি অনুসারে পথচলা কর্তব্য । তাহলে সুস্থ সমাজ গড়ে উঠবে। থাকবে না কোনো ভেদাভেদ। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকবে। এরূপ বিভিন্ন ধরনের সমাজ সচেতনতা মূলক বার্তা দেওয়া হয় সোমবার রাতে খয়রাসোল ব্লকের বুধপুর মতি মসজিদ কতৃক পরিচালিত গাবতলা প্রাঙ্গণে জলসা এ বোখারীয়ায়। অনুষ্ঠানের মধ্যমনি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খানকাহ এ বোখারীয়া গাইসাড়া শরীফের গদ্দীনসীন পীরে তরীকত মৌলানা সৈয়দ মহম্মদ সাইফুল হোসেন বোখারী। প্রধান বক্তা ছিলেন উত্তর দিনাজপুর থেকে আগত মৌলানা রফিকুল ইসলাম।এছাড়াও ছিলেন হাফিজ সামিউল খান, হাজী নজরুল ইসলাম খান,মৌলানা মহম্মদ সামিম, হাফিজ জাহাঙ্গীর সহ অন্যান্য আলেম উলেমায়েগন।

দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেলখাটা আসামি, বাংলায় ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করে বাংলায় ফল পাবেন না: অভিষেক

আসিফা লস্কর ● পাথরপ্রতিমা

আপনজন: অমিত শাহ জেল খাটা আসামি কার্যত জনসভার মঞ্চ থেকে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জেলখাটা আসামি বলে কটাক্ষ করলেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পাথরপ্রতিমা বিধানসভার পাথরপ্রতিমা কলেজ মাঠে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী বাপি হালদারের সমর্থনে জনসভা করতে আসেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জনসভার মঞ্চ থেকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ করেন তিনি এর পাশাপাশি। তিনি বলেন কেন্দ্র সরকার বাংলা বিরোধী সরকার শুধু বাংলা বিরোধী নয় দেশ বিরোধী সরকার। আপনি কি খাবেন আপনি কি পড়বেন সমস্ত কিছুই ঠিক করে দিচ্ছে কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বরা। এছাড়াও তিনি আরো বলেন আপনি নিজে জেল খাটা আসামি আজকের কাউকে ইডি কিংবা সিবিআই যদি ডাকেন তাহলে আপনি তাদেরকে চোর বলেন কিন্তু আপনি তো জেল খাটা আসামি আপনার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। আপনি জীবনে আন্দোলন করেননি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি আরো বলেন অমিত শাহ আজকের জনসভা করতে এসে অমিত শাহ বলেন আমি নাকি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখছি আমি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখছি না বরং আপনি আপনার ছেলেকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট করা স্বপ্ন দেখছেন। আপনার কাছে আমাদের রাজনীতি শিখতে হবে না। আপনি ২০২১ শে বিধানসভা নির্বাচনে এসে বলেছিলেন যে সুন্দরবনের উন্নয়নের জন্য দু লক্ষ কোটি টাকা আপনি বরাদ্দ করবেন। সেই টাকা এখনো সুন্দরবনের মানুষ পাইনি। মিথ্যে কথা আর ভাওতা দিয়ে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরা বাংলার মানুষের ভোট চাইছে। এছাড়াও তিনি আরো বলেন গঙ্গাসাগরকে জাতীয় মেলা ঘোষণা করছে না এখনো পর্যন্ত কেন্দ্র সরকার যেখানে মকর সংক্রান্তির পূর্ণ লগ্নে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক লক্ষ মানুষ এসে ভিড় করে। সেই মেলাতে জাতীয় মেলা ঘোষণা করছে না কেন্দ্র সরকার। কেন্দ্র সরকার বাংলা বিরোধী সরকার। নির্বাচন এলে কেন্দ্রীয় নেতাদের দেখা মেলে কিন্তু নির্বাচনের পর কেন্দ্রীয় নেতাদের আর দেখা মেলে না। নির্বাচন এলে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করে বাংলাতে কিন্তু ফল কিছুই হয় না। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি এই জনসভা থেকে কর্মী ও নেতাদের উদ্দেশ্যে বলেন লোকসভা নির্বাচনে প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্র থেকে অন্ততপক্ষে পাঁচ হাজার ভোট বেশি পেতে হবে। এই লোকসভা নির্বাচনে। তিনি আরো বলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার চারটি লোকসভার মধ্যে চারটি লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থীদের যে বিজয় রথ সেই বিজয় রথ কেউ থামাতে পারবেনা। তিনি এই মঞ্চ থেকে কথা দেন ডায়মন্ড হারবার মডেল যেমন দেশে প্রশংসিত হচ্ছে লোকসভা নির্বাচনের পর ডায়মন্ড হারবারের মডেলের মতনই মথুরাপুর মডেল তৈরি করব। সম্প্রতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রে গতবার ঢোলা হাটের মাঠে এসে তিনি বলেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের দায়িত্বভার নিজের কাঁধে তুলে নেন তিনি। সেই অনুযায়ী ডায়মন্ড হারবার মডেলের মতনই মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রে মথুরাপুর মডেল খুব শীগ্রই চালু হবে। তিনি এর পাশাপাশি নিজে রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য কেন্দ্র সরকারের কাছে তিনটি প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন যদি বাংলার মানুষের ১৬৪ হাজার মানুষের যদি ১০০ দিনের কাজের টাকা কেন্দ্র সরকার এক মাসের মধ্যে যদি দিয়ে দেয় তাহলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেবো। তিনি আরো বলেন যদি বাংলার মানুষের আবাস যোজনার টাকা যদি কেন্দ্র সরকার ছেড়ে দেয় এক মাসের মধ্যে তা হলেও আমি রাজনীতি ছেড়ে দেবো। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহাকে ওপেন চ্যালেঞ্জ দেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বলেন এখনো ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার দিন রয়েছে যদি অমিত শাহ মনে হয় তাহলে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র থেকে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমাকে পরাজিত করুক আমি রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছায় সন্ন্যাস নিয়ে নেব। পাথরপ্রতিমা মঞ্চ থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রে ভোটের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রে ভোটে লড়ার ওপেন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আরো বলেন, সব থেকে ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী হল যোগী আদিত্যনাথ যোগী আদিত্যনাথ এর আমলে একের পর এক মহিলাদের ওপর ধর্ষণের মতন ঘটনা ঘটেছে।

মমতার সভায় শশা বিক্রি করে যথেষ্ট আয়

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একঘন্টার জনসভায় শশা বিক্রি করে যথেষ্ট আয় করলেন শশা ব্যবসায়ীরা।উত্তর মালদহ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে মঙ্গলবার বিকেলে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তুলসীহাটা বীরেন্দ্র কুমার মৈত্র উপ-বাজার চত্বরে জনসভা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।তীব্র দাবদাহকে উপেক্ষা করে এক ঝলক মমতাকে দেখার জন্য জনসভায় উপচে পড়ে আট থেকে আশি সকলে।গরম থেকে স্বস্তি পেতে শশার দোকানে গিয়ে ভিড় জমায় কর্মী সমর্থকেরা। ঘন্টাখানেকের মধ্যে এককেজন ব্যবসায়ী শশা বিক্রি করে ৩-৫ হাজার টাকা আয় করেন।হরিশ্চন্দ্রপুর শিব মন্দির পাড়ার বাসিন্দা তথা শশা বিক্রেতা স্মৃতি পাশওয়ান বলেন,'স্কুল ছুটি রয়েছে তাই সপ্তম শ্রেণির মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে শশা বিক্রি করতে এসেছি।যথেষ্ট পরিমাণে শসা বিক্রি হয়েছে।মেয়ের পড়াশোনার জন্য সেই টাকা খরচ করব।মসিউর আলি ও শেখ মুসলিমরা বলেন, আমরা দুপুর বারোটা থেকে শশা নিয়ে বসে আছি।বিকেল তিনটার সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনসভায় আসতেই শশার বিক্রি বেড়ে যায়।ঘন্টাখানেকের মধ্যে হাজার হাজার টাকার শশা বিক্রি করলাম।

ভোররাত থেকে চলছে সুন্দরবনে ধান কাটা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● রায়দীঘি

আপনজন: বৈশাখের তীব্র দাবদহ পুড়ছে বাংলা।পিছিয়ে নেই সুন্দরবন ও।আর সুন্দরবনে এই সময় চলছে ধান কাটার মরশুম।আর এই তীব্র দাবদহে ধান কাটতে পারছে না কৃষকেরা। এই গরমের ফলে বিপাকে পড়েছেন সুন্দরবনের চাষীকূল। প্রচন্ড গরম থাকায় হিট স্ট্রোকের সম্ভাবনা সেই ভয়ে ধানকাটতে পারছেন না কৃষকরা। তাই তারা বাধ্য হয়ে ভোরের বেলা এবং বিকালকেই বেছে নিয়েছে। চিকিৎসকদের মতে এই গ্রীষ্মের দাবদাহ তে যদি এই কাঠফাটা রোদে কৃষকরা তাদের জমিতে ধান কাটে তাহলে হিট স্ট্রোকের প্রবল সম্ভাবনা। মূলত চাষের জমিতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা তথা সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায় এই বোরো ধানের চাষ অনেকটাই ভালো হয়েছে এবারে। তবে বিপত্তির একটা কারণ যে ধান পাকার পরেও অনেকেই ধান কাটার কাজে আসতে চাইছে না এই গরমের জন্য। তাই বাধ্য হয়ে কৃষকেরা রাতে তাদের সময়ের পরিবর্তন এনেছে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা: জে এন হালদার বলেন, এই গরমে কৃষকরা যদি সঠিক সময়ে জমিতে ধান কাটার কাজ করে তাদের শরীরে বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি থাকতে পারে। বেশ কিছুক্ষণ কাজ করার পর যেকোনো এক জায়গায় ছায়ায় বিশ্রাম নিতে হবে।

সিভিকদের ওআরএস, ছাতা সহ ঠান্ডা পানীয় জল পাঠাচ্ছে থানা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভুম

আপনজন: দীর্ঘ কয়েকমাস যাবৎ প্রখর রৌদ্রের তাপপ্রবাহ মানুষের জনজীবনে অস্বস্তি বাড়িয়ে তুলেছে।এদিকে বৃষ্টিপাত না হওয়ায় রাস্তাঘাট সহ সমস্ত কিছু উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।প্রতিনিয়ত আবহাওয়া দপ্তর থেকে লাল বা হলুদ সতর্ক বার্তা দেওয়া হচ্ছে । সকাল ১০টা থেকেই যেন ৪২-৪৩ ডিগ্রি তাপমাত্রা শুরু।জনজীবনে তথা কর্মক্ষেত্রে ঘটছে বিঘ্ন শুধু মাত্র তাপপ্রবাহের জন্য। অসহ্য গরম থেকে রেহাই পেতে সাধারন মানুষজন খুব জরুরি কাজ না থাকলে একপ্রকার বাড়ীর বাইরে কেউ বের হচ্ছেন না।কিন্তু রাস্তাঘাট সহ বিভিন্ন স্থানে নিরাপত্তা জনিত কারণে সিভিকদের ডিউটি অব্যাহত।তাইতো কখনো গাছের নিচে,কখনো রাস্তার মোড়ে ছাতা নিয়ে কিম্বা হয়তো চা দোকান বা কারোর বাড়ীর পিছনে একটু ছায়ার মধ্যে মাথা গুঁজে দাড়ানোর চিত্র বিদ্যমান।সেইরূপ ঘটনা উপলব্ধি করতেই খয়রাসোল থানার ওসি তপাই বিশ্বাস ডিউটিরত সিভিকদের জন্য ওআরএস সহ ঠান্ডা পানিয় জল সরবরাহ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন মঙ্গলবার।সেই মোতাবেক খয়রাসোল থানার বিভিন্ন স্থানে কর্মরত সিভিকদের কাছে ওআরএস, গ্লুকোন- ডি, ছাতা সহ ঠান্ডা জল পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

পরিবেশ বিপর্যয় ও অতি আহরণে হারিয়ে যাচ্ছে সুস্বাদু পিয়ালি মাছ

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: একসময় আত্রেয়ী নদীতে পিয়ালি মাছ পাওয়া যেত প্রচুর। কিন্তু পরিবেশ বিপর্যয় ও অতি আহরণের ফলে এই মাছ এখন হারিয়ে যেতে বসেছে। সুস্বাদু এই মাছ বর্তমানে সংকটাপন্ন মাছের তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে। হ্যাঁ। এমনটাই উঠে এসেছে দিশারী সংকল্প নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সমীক্ষায়। মৎস্য বিশেষজ্ঞ, মৎস্যজীবী সবারই মত আত্রেয়ী নদীতে ব্যাপক ভাবে কমেছে, কমছে পিয়ালি মাছ। জানা গিয়েছে, আত্রেয়ী নদীতে প্রাপ্ত পিয়ালি মাছ অতীব সুস্বাদু। এই মাছটি আত্রেয়ী নদীর গর্ব রাইখর মাছের আকৃতির তুলনায় ছোট। সাধারণত দৈর্ঘ্যে ৫ -১৭ সেমি হয়।
এই পিয়ালি মাছ ভীষণ পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর। মৎস্য বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন এতে ক্যালসিয়াম, লোহা(আয়রন), ফসফরাস, ভিটামিন এ আছে। প্রতি ১০০ গ্রাম পিয়ালি মাছে মেথিয়োনিন আছে ৭৫০ মিলিগ্রাম, পটাশিয়াম আছে ৪৩০ মিলিগ্রাম, সিস্টিন আছে ৪২০ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়াম আছে ৬৭০ মিলিগ্রাম, ম্যাঙ্গানিজ আছে ৮.২১ মিলিগ্রাম, ম্যাগনেশিয়াম ১৫০ মিলিগ্রাম, জিংক ১২.৮ মিলিগ্রাম, ১.৪০ শতাংশ কপার রয়েছে, এবং আয়রন রয়েছে ২৫ মিলিগ্রাম, যা অন্যান্য অনেক দেশীয় ছোট মাছের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে রয়েছে এই মাছের মধ্যে।
বর্তমানে এই মাছ হারিয়ে যাওয়ার যে কারণগুলি গবেষণায় উঠে এসেছে সেগুলি হল, প্রচুর পরিমাণে আহরণ এবং মশারী জলের ব্যবহার, আত্রেয়ী নদীতে জল কম থাকা, বাংলাদেশের চলন বিলের সঙ্গে আত্রেয়ী নদীর যোগাযোগ বিভিন্ন স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলও কমছে এই মাছ। পাশাপাশি, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ও দূষণের কারণে এবং কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহারে (যেহেতু কৃষিজমির জল মিশছে নদীতে) পিয়ালি মাছ সমস্যায়। যার ফলে পিয়ালি মাছের প্রজনন পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। অন্যান্য কারণের সঙ্গে আরেকটি বড় কারণ রাইখর মাছ কৃত্রিম ভাবে পুকুরে প্রজনন করানো গেলেও পিয়ালি মাছের জন্য এখনও তা সাফল্যের মুখ দেখেনি।'
আবার মাছে ভাতে জেলা বাসীর পাতে ফিরে আসবে এই মাছ?
এ বিষয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে তুহিন শুভ্র মন্ডল জানান, 'সম্প্রতি বাংলাদেশে একটি গবেষণা এই উপলক্ষ্যে সফল হয়েছে জানতে পেরেছি। তা নিরীক্ষণে যাওয়া হবে। অতএব বোঝাই যাচ্ছে যে পিয়ালি মাছ বিপন্ন। আত্রেয়ী ভালো না থাকলে, আত্রেয়ীর বুকে জল না থাকলে এবং ভারত-বাংলাদেশ যৌথভাবে আত্রেয়ী নদীতে নজর না দিলে চিরতরে হারিয়ে যাবে নদীর পিয়ালি মাছ। আর পুকুরের পিয়ালি? এখনও বলার সময় আসেনি।'

মনোনয়ন জমা

আপনজন: মিছিল করে মনোনয়ন জমা দিলেন আরামবাগের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মিতালী বাগ। হুগলির চুঁচুড়া'র ঘড়ির মোড় থেকে ডি এম অফিস পর্যন্ত মিছিল করে নমিনেশন ফাইল করা হল। সঙ্গে ছিলেন জেলা সভাপতি রামেন্দু সিংহ রায়, হুগলি জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি আলহাজ্ব শেখ মেহবুব রহমান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

খোলা গাড়িতে রোড শো কংগ্রেস প্রার্থীর

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচন্ডী মধ্যমকেন্দুয়া ঘোষপাড়া ব্রিজ থেকে সিপিএম মনোনীত কংগ্রেস প্রার্থী মোস্তাক আলম হুট খোলা গাড়িতে রোড শো করলেন মঙ্গলবার সকালে।কংগ্রেসের উত্তর মালদার প্রার্থী মোস্তাক আলম ভোট প্রচার করলেন বুলবুলচন্ডী মধ্যম কেন্দুয়া থেকে শুরু হয় সোলাডাঙ্গা ইংলিশ হয়ে হবিবপুর অঞ্চলের লোই বাড়ির , সিমুলজুড়ি হয়ে মঙ্গলপুড়া অঞ্চলের শিশুডাঙ্গা হয়ে খোঁচা কাদর উদ্দেশ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন।এদিন বিজেপি ও তৃণমূল কোন কাজ করেনি মালদার জেলার জন্য এমনটাই অভিযোগ করেন মোস্তাক আলম।এবার মালদায় কোন সিট নেই বিজেপি ও তৃণমূলের।

জনসংযোগে সাজদা আহমেদ

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সাজদা আহমেদ-এর সমর্থনে প্রচার ও জনসংযোগ অনুষ্ঠিত হল উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের একাধিক এলাকায়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডা.নির্মল মাজি,উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিমল দাস,আমতা-১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জয়শ্রী বাগ,পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ তুষার কর সিনহা প্রমুখ।

বিজেপির ঘরে ফের ভাঙন

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: নির্বাচনের আগে বিজেপির ঘরে ভাঙন, বিজেপি ছেড়ে ১০০ জন কর্মী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান হরিহরপাড়ায় । চৌঁয়া অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি রকি খানের উদ্যোগে চৌঁয়া মাঠপাড়া এলাকার ১০০ জন কর্মী সোমবার রাতে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা ধরে যোগ দেন তৃণমূল কংগ্রেসে। সদ্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানকারীরা বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন দেখে, এবং এলাকায় সাধারণ মানুষের কাজ করার উদ্দেশ্যে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন বলে জানান যোগদানকারীরা। এদিন উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মদক্ষ শামসুজ্জোহা বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর আলমগীর, ব্লক তৃণমূল সভাপতি আহাতাব উদ্দিন শেখ,চৌঁয়া অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি রকি খান প্রমুখ।

যুব মিলন ফাউন্ডেশনের স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: যুব মিলন ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হল। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন নাবাবীয়া মিশনের সম্পাদক সেখ সাহিদ আকবর, পীরজাদা এনায়েতুল্লাহ হুসাইনী, সাংবাদিক দেবাশীষ শেঠ, ড: মইদুল ইসলাম, সন্দীপ কুমার চিনা, রাকিব হক, মুজিবুর রহমান, নাজিম মল্লিক সহ বিশিষ্ট জনরা। রক্তদানের প্রয়োজনীয়তা সে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই,তাই এই তীব্র গরম কেও উপেক্ষা করে ১৫০ জনের অধিক মহিলা -পুরুষ সারিবদ্ধভাবে স্বেচ্ছায় রক্তদান করতে আসেন। তাদের এই স্বত:স্ফুত সাড়া দেখে শিবিরে উপস্থিত সকল অতিথিবৃন্দ অভিভূত হয়ে যান। রক্তদানের পাশাপাশি চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের ও আয়োজন করা হয় এলাকার দুঃস্থ মানুষেরা যাতে চক্ষু পরীক্ষার সুযোগ পাই সেই কারণেই এই শিবিরের আয়োজন প্রায় ২০০ জন মানুষ চক্ষু পরীক্ষা করান।

লেভার হ্যাটট্রিকে ১০ জনের ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে বার্সার জয়

আপনজন ডেস্ক: বার্সেলোনা ৪: ২ ভ্যালেন্সিয়া
ঘুরে দাঁড়িয়ে জিতল বার্সেলোনা। সোমবার রাতে লা লিগায় রবার্ট লেভানডফস্কির দ্বিতীয়ার্ধে করা হ্যাটট্রিকে ঘরের মাঠে ভ্যালেন্সিয়াকে ৪-২ গোলে হারিয়েছে কাতালান দলটি। ম্যাচের প্রথম গোলটি বার্সা করলেও ভ্যালেন্সিয়া এগিয়ে গিয়েছিল ২-১ গোলে। তবে প্রথমার্ধেই ভ্যালেন্সিয়ার গোলরক্ষক গিওর্গি মামার্দাশভিলি লাল কার্ড দেখে বার্সার কাজটা সহজ করে দেন। পিছিয়ে পড়েও জিতলেও পুরো ম্যাচেই আধিপত্য ছিল জাভি হার্নান্দেজের দলের। রক্ষণভাগের ভুলেই ২ গোল খেয়ে প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়েছিল দলটি। ওই ২ গোল খাওয়ার আগে ২২ মিনিটে ফেরমিন লোপেজ এগিয়ে দেন বার্সাকে। ৫ মিনিট পরে বার্সা গোলরক্ষক আন্দ্রে টের স্টেগেনের ভুলে উগো দুরো সমতা এনে দেন ভ্যালেন্সিয়াকে। ৩৮ মিনিটে রোনাল্দ আরাউহোর পেনাল্টি বক্সে পিটার ফেদেরিকোকে ফাউল করলে পেনাল্টি পায় ভ্যালেন্সিয়া। পেপেলু পেনাল্টি থেকে গোল করতে ভুল করেননি।
তবে বিরতির আগেই ম্যাচের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় মামার্দাশভিলি পেনাল্টি বক্সের বাইরে হাত দিয়ে বল ধরলে। লামিনে ইয়ামালকে ঠেকাতে গিয়ে ওই কাণ্ড করে লাল কার্ড দেখেন ভ্যালেন্সিয়া গোলরক্ষক।
বিরতির পর ৫০ মিনিটে কর্নার কিক থেকে হেডে সমতা ফেরান লেভানডফস্কি। পোলিশ তারকা ৮২ মিনিটে আরেকটি হেডের গোলে এগিয়ে দেন বার্সাকে। এই গোলের উৎসও ছিল কর্নার। যোগ করা সময়ে ২৫ গজি ফ্রিকিকে গোল করে হ্যাটট্রিক পুরো করেন লেভা।
ম্যাচশেষে সেই লেভা বলেন কাজটা সহজ হয়নি তাঁদের, ‘কাজটা সহজ ছিল না। প্রথমার্ধে তো আমরা আক্রমণ করার মতো জায়গাই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো এক বা দুই গোল খেলেও সব সময়ই আমরা তিন বা চার গোল দিতে পারি। আমরা বেশি বেশি গোল করতে পারলে কাজটা সহজ হয়ে যায়।’
এই জয়ে জিরোনাকে টপকে আবারও পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে উঠেছে বার্সা। ৩৩ ম্যাচে ৭৩ পয়েন্ট দলটির। সমান ম্যাচে জিরোনার পয়েন্ট ৭১। সমান ম্যাচে ৮৪ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে রিয়াল মাদ্রিদ। শেষ পাঁচ ম্যাচের দুটিতে জিতলেই ৩৬তম বারের মতো লা লিগা চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে কার্লো আনচেলত্তির রিয়াল।
তবে আগামী শনিবারই শিরোপা-উৎসবে মাততে পারে রিয়াল। সেদিন রিয়াল কাদিজকে হারালে ও পরের ম্যাচে বার্সেলোনা জিরোনার কাছে হারলে কিংবা ম্যাচটি ড্র হলেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে রিয়াল।

অবিক্রিত থাকার ঝাল মেটাচ্ছেন সল্ট, এবার ভাঙলেন গাঙ্গুলির রেকর্ড

আপনজন ডেস্ক: ফিল সল্ট যেন ‘প্রতিশোধ’ নিচ্ছেন। এবারের আইপিএল নিলামে ছিলেন অবিক্রীত। সেটাও গত মৌসুমে প্রায় ১৬৪ স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করার পরও। এরপর সুযোগ পেলেন জেসন রয় নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায়। সুযোগ পেয়েও নিজের সেরাটা দেখিয়ে দিচ্ছেন সবাইকে।
কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে এখন পর্যন্ত ৯ ম্যাচ খেলে ৪৯ গড়ে রান করেছেন ৩৯২। রান করেছেন দুর্দান্ত স্ট্রাইকরেটে–১৮০.৬৪। এর মধ্যে শুধু ইডেন গার্ডেনেই করেছেন ৩৪৩ রান। তাতে নতুন এক কীর্তিও গড়েছেন সল্ট। ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলীকে ছাড়িয়ে ইডেন গার্ডেনে এক মৌসুমে আইপিএলে সর্বোচ্চ রান করার রেকর্ড গড়েছেন।
সল্ট এবার এখন পর্যন্ত খেলা ৯ ম্যাচের মধ্যে ৬টিতেই খেলেছেন ইডেনে। এই ৬ ম্যাচের মধ্যে সল্ট ফিফটি করেছেন ৪ ম্যাচে। যার সর্বশেষটি গতকাল দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে। গতকাল ৫ ছক্কা ও ৭ চারে করেছেন ৩৩ বলে ৬৮ রান। বাকি যে দুটি ইনিংস খেলেছেন, সেখানে একটিতে ৪৮ রানের ইনিংসও আছে। একটিতে আউট হয়েছেন ১০ রানে।
এর আগে ইডেনে এক মৌসুমে সর্বোচ্চ রান করার পথে গাঙ্গুলী করেছিলেন ৩৩১ রান। ২০১০ সালে ৭ ইনিংসে ৩৩১ রান করেছিলেন তিনি। সেই মৌসুমে কলকাতার হয়ে দারুণ সময় কেটেছিল তাঁর। ১৪ ইনিংসে রান করেছিলেন ৪৯৩, গড় ৩৭.৯২, স্ট্রাইকরেট ১১৭.৬৬। সব মিলিয়েও আইপিএলে ঘরের মাঠ ইডেনেই রেকর্ড ভালো গাঙ্গুলীর। এই মাঠে ১৫ ইনিংসে রান করেছেন ৫৩২, গড় প্রায় ৪১, স্ট্রাইকরেট ১১৯।
এক মৌসুমে ইডেন গার্ডেনে সর্বোচ্চ রানের তালিকায় তিন নম্বরে আছেন আন্দ্রে রাসেল। ৭ ইনিংসে ২০১৯ সালে রাসেল করেন ৩১১। ২০১৯ মৌসুম কলকাতার এই অলরাউন্ডারের অবিশ্বাস্য সময়ই কেটেছে। ১৩ ইনিংসে রান করেছেন ৫১০। ৫৬ গড়ে রান করেছেন সেটাও ২১০ স্ট্রাইকরেটে।
সল্টের দল কলকাতাও আছে ভালো অবস্থানে। ৯ ম্যাচ খেলে জিতেছে ৬ ম্যাচে। আছে পয়েন্ট তালিকার দুই নম্বরে।

সমালোচনার মুখে ক্লাবের মালিকানা বিক্রি রোনাল্ডোর, লাভ ৪২৮ কোটি টাকা

আপনজন ডেস্ক: ব্রাজিলের ক্রুজেইরো ও স্পেনের ভায়াদোলিদ–দুটি ক্লাবের মালিকানা ছিল ব্রাজিল কিংবদন্তি রোনাল্ডোর। ব্রাজিলের সর্বশেষ বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক সোমবার ক্রুজেইরোর মালিকানা ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। ১৯৯৪ সালে ১৭ বছর বয়সে প্রথম ব্রাজিলের বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পাওয়া রোনাল্ডো বলেছেন ভায়াদোলিদের শেয়ারও ছেড়ে দেবেন তিনি। ১৯৯৩ সালে যে ক্লাবে পেশাদার ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন, সেই ক্রুজেইরোকে ২০২১ সালে কেনেন রোনাল্ডো। ঋণের দায়ে জর্জরিত ক্লাবটিকে ৭.৮ কোটি মার্কিন ডলার বা প্রায় ৮৫৬ কোটি টাকায় কেনেন ২০০২ বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতা। তিন বছর পর ১১.৭ কোটি মার্কিন ডলারে (প্রায় ১২৮৪ কোটি টাকা) ক্লাবটিকে বিক্রি করার ঘোষণা দিলেন রোনাল্ডো। প্রায় ৪২৮ কোটি টাকা লাভ হলেও রোনাল্ডো সমালোচনার মুখে বাধ্য হয়েই ছেড়ে দিয়েছেন মালিকানা। দলটির সমর্থকদের অভিযোগ ছিল রোনাল্ডোর প্রতিশ্রুতিমতো অর্থ বিনিয়োগ করেননি ক্রুইজেরোতে। সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে ক্লাব বিক্রির ঘোষণা দিতে গিয়ে সমর্থকদের প্রসঙ্গ টেনেছেন রোনাল্ডো, ‘কেউ কেউ (সমর্থক) আমার বিরুদ্ধে বাড়িয়ে বাড়িয়ে এমন সব কথা বলেছে, যেগুলো আমার জন্য প্রাসঙ্গিক নয়। আমি জানি বেশির ভাগ সমর্থকই আমার ও আমার দলের কাছে কৃতজ্ঞ। আমরা তো ক্রুজেইরোকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে ফিরিয়েছি। আমার লক্ষ্য পূরণ হয়েছে। ক্রুজেইরোকে ফিরিয়ে এনে সঠিক সময়ে সঠিক ব্যক্তির কাছে ফিরিয়ে দেওয়া–এমনটাই তো ভাবনা ছিল।’ রোনাল্ডো একই সময়ে জানান ভায়াদোলিদও বিক্রি করে দেবেন তিনি। ২০১৮ সালে স্প্যানিশ ক্লাবটি ৫১ ভাগ শেয়ার কিনে নিয়েছিলেন রোনাল্ডো। ৪৭ বছর বয়সী রোনাল্ডো ভায়াদোলিদকে নিয়ে ওঠা প্রশ্নে সরাসরিই উত্তর দিয়েছেন, ‘আমি সংক্ষেপেই উত্তর দিচ্ছি, এরপরই ভায়াদোলিদ। আমি কিছু সময় বিশ্রাম নেব।’

স্প্যানিশ ফেডারেশনে শৃঙ্খলা ফেরানোর দায়িত্বে বিশ্বকাপজয়ী দেল বস্ক

আপনজন ডেস্ক: কঠিন এক সময় পার করছে স্প্যানিশ ফুটবল। লুইস রুবিয়ালেসের বিতর্কিত চুমু-কাণ্ড এবং পরবর্তী নানা ঘটনার প্রভাবে রীতিমতো বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে দেশটির ফুটবল ফেডারেশন (আরএফইএফ)।
এমন পরিস্থিতিতে ফেডারেশনে শৃঙ্খলা ফেরাতে বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তি স্প্যানিশ কোচ ভিসেন্তে দেল বস্কের শরণাপন্ন হয়েছে দেশের সরকার। ফেডারেশনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে গড়া কমিটির প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সাবেক এই কোচকে। এই কমিটি নির্বাচনের মাধ্যমে পরবর্তী সভাপতি নির্ধারিত করা পর্যন্ত নিজেদের কার্যক্রম চালিয়ে যাবে।
কোচিংকে বিদায় জানানো ৭৩ বছর বয়সী দেল বস্কের অধীনে ২০১০ সালে বিশ্বকাপ ও ২০১২ সালে ইউরো জেতে স্পেন। এ ছাড়া তাঁর অধীনে দুবার চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা জিতেছে রিয়াল মাদ্রিদ।
কিংবদন্তি এই কোচকে বিশেষ কমিটির প্রধান করার ঘোষণা দিয়ে স্পেনের শিক্ষা ও ক্রীড়ামন্ত্রী পিলার আলেগরিয়া বলেছেন, ‘আমি গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করছি, যে মানুষটি কমিটির সভাপতিত্ব ও প্রতিনিধিত্ব করছেন তিনি ভিসেন্তে দেল বস্ক। তিনি স্প্যানিশ ফুটবলের মুখপাত্র এবং প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবেন।’ গত সপ্তাহে স্পেনের ন্যাশনাল স্পোর্টস কাউন্সিল (সিএসডি) ফেডারেশনের তদারক করার জন্য এবং সংকট নিরসনের জন্য বিশেষ কমিটি গঠন করে।

পন্ত–স্যামসন যাচ্ছেন বিশ্বকাপে, রাহুল বাদ

আপনজন ডেস্ক: দুই শিশুকে দিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করে চমকে দিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। ভারতও নিজেদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াড একটু অভিনবভাবে ঘোষণা করল। এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে ১ জুন থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’-এ যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানহাটনের টাইমস স্কোয়ারের একটি ছবি পোস্ট করেছে বিসিসিআই। সেই ছবির সুউচ্চ ভবনের দেয়ালে গ্রাফিকসের মাধ্যমে স্কোয়াডের খেলোয়াড়দের নামগুলো বসানো হয়েছে। যেখানে নেই লোকেশ রাহুলের নাম। আছে ঋষভ পন্ত, শিবম দুবে ও সঞ্জু স্যামসন। রোহিত শর্মাকে অধিনায়ক ও হার্দিক পান্ডিয়াকে সহ অধিনায়ক বানিয়ে ১৫ সদস্যের এই স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আফগানিস্তানের বিপক্ষে ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে জায়গা না পাওয়া স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহালকে ফেরানো হয়েছে বিশ্বকাপ দলে। এবার আইপিএলে দারুণ বোলিং করায় বিশ্বকাপ স্কোয়াডে চার স্পিনারের একজন হিসেবে চাহালকে বিবেচনা করেছেন ভারতের নির্বাচকেরা।
স্কোয়াডের বাকি তিন স্পিনার–বাঁহাতি কবজির স্পিনার কুলদীপ যাদব, বাঁহাতি স্পিন অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা ও অক্ষর প্যাটেল। অবশ্যই বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ স্পিন আক্রমণ। স্কোয়াডে বিশেষজ্ঞ পেসার তিনজন–যশপ্রীত বুমরা, মোহাম্মদ সিরাজ ও অর্শদীপ সিং। সিম বোলিংয়ে তাঁদের সঙ্গ দেবেন শিবম দুবে ও পান্ডিয়া। ব্যাটিংয়ে শুবমান গিলকে রিজার্ভ দলে রেখে বাঁহাতি যশস্বী জয়সোয়ালকে ওপেনিংয়ে রোহিতের সঙ্গী হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। গিল এবার আইপিএলে গুজরাট টাইটানসের হয়ে ১০ ম্যাচে ১৪০.৯৭ স্ট্রাইকরেটে ৩৫.৫৬ গড়ে ৩২০ রান করেছেন। আর জয়সোয়াল এবার রাজস্থানের হয়ে ৯ ম্যাচে ২৪৯ রান করেছেন ১৫৪.৬৬ স্ট্রাইকরেটে, গড় ৩১.১৩, সেঞ্চুরি একটি। ওপেনিং জুটিতে রোহিতের সঙ্গে ডানহাতি ও বাঁহাতি সমন্বয় করতেই সম্ভবত জয়সোয়ালকে নেওয়া হয়েছে বিশ্বকাপ দলে।
রিজার্ভে গিলের সঙ্গে আছেন রিংকু সিং, খলিল আহমেদ এবং আবেশ খান। দুর্ঘটনায় পড়ে দেড় বছর খেলার বাইরে থাকা উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান পন্ত আইপিএলে ফিরেই রান পেয়েছেন। তাঁকে প্রত্যাশানুযায়ীই রাখা হয়েছে বিশ্বকাপ দলে। প্রায় ১৫ মাস পর জাতীয় দলে ফিরলেন পন্ত। দ্বিতীয় উইকেটকিপার ব্যাটসম্যানের জায়গায় রাহুলকে পেছনে ফেলে দলে ঢুকেছেন স্যামসন। এবার আইপিএলে দুর্দান্ত ফর্মেও আছেন রাজস্থান রয়্যালসের এই অধিনায়ক। প্রথম ৯ ম্যাচে দলকে ৮ জয় এনে দেওয়ার পাশাপাশি স্যামসন ১৬১ স্ট্রাইকরেটে ৭৭ গড়ে ৯ ম্যাচে করেছেন ৩৮৫ রান।
ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াড: রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), যশস্বী জয়সোয়াল, বিরাট কোহলি, সুর্যকুমার যাদব, ঋষভ পন্ত, সঞ্জু স্যামসন, হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে, রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, যুজবেন্দ্র চাহাল, অর্শদীপ সিং, যশপ্রীত বুমরা ও মোহাম্মদ সিরাজ।
রিজার্ভ: শুবমান গিল, রিংকু সিং, খলিল আহমেদ ও আবেশ খান।

কে কোন দেশের মানুষ, সেটা তো জার্সি দেখেই বোঝা যাচ্ছে। সামনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বলেই আইপিএলের সময়ও দেশের জার্সির পরেছেন তাঁরা। আইপিএলের অন্যতম সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠান জিও সিনেমার সঞ্চালক সোহাইল চান্দোক এবং সাবেক ক্রিকেটার আকাশ চোপড়া, ব্রেট লি, স্কট স্টাইরিশ ও শেন ওয়াটসনকে নিয়ে তোলা ছবিটা আজ পোস্ট করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক গ্রায়েম স্মিথ

তিনজন বাদে সব খেলোয়াড়কে বিক্রির পরিকল্পনা ইউনাইটেডের

আপনজন ডেস্ক: পুরোনো ব্যর্থতা ভুলে নতুন মৌসুমে নতুন করে শুরু কে না করতে চায়! ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডও চাচ্ছে। আর সেটি করতে গিয়ে একেবারে খোলনলচে পাল্টানোর ব্যবস্থা করতে যাচ্ছে ইংলিশ ফুটবলের সবচেয়ে সফল দলটি। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানাচ্ছে, তিনজন বাদে বাকি সব খেলোয়াড়কেই নাকি বিক্রি করে দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন ইউনাইটেডের নতুন মালিক স্যার জিম র‍্যাটক্লিফ। ইউনাইটেডের হারিয়ে ফেলা গৌরব পুনরুদ্ধার করার জন্যই নাকি ‘পুরোনো আবর্জনা’ ঝেড়ে ফেলে নতুন মুখ দিয়ে দল গড়ার এই উদ্যোগ।
র‍্যাটক্লিফরা সেটি চাইতেই পারেন। গত কয়েকটা মৌসুমে কী বাজেই না কেটেছে ২০ বারের লিগ চ্যাম্পিয়নদের। এই মুহূর্তে ৩৪ ম্যাচে ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ষষ্ঠ স্থানে এরিক টেন হাগের দল। চ্যাম্পিয়নস লিগে জায়গা করে নেওয়ার স্বপ্ন এরই মধ্যেই ধূলিসাৎ হয়েছে।
ইউনাইটেডের লড়াই এখন ইউরোপা লিগে জায়গা পাওয়া নিয়েই। সেই ইউনাইটেড সবকিছু নতুন করে শুরু করতে চাইতেই পারে। বিবিসি জানিয়েছে, ইউনাইটেডের বিক্রির তালিকায় আছেন মার্কাস রাশফোর্ডও। যদিও ইউনাইটেডের কিছু সূত্র নাকি বলেছে আগের মৌসুমে ৩০ গোল করা ফরোয়ার্ডকে ‘বিক্রি হইবে’র তালিকার বাইরে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন তাঁরা। ইউনাইটেড অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্দেজ, গোলরক্ষক আন্দ্রে ওনানা ও ফুলব্যাক দিয়োগো দালোতও নাকি আছেন বিক্রিযোগ্যদের তালিকায়। এই তিনজনকে চড়া দামে বিক্রির পরিকল্পনা ইউনাইটেডের।
রাশফোর্ড-ফার্নান্দেজদের ভাগ্যে কী আছে কে জানে! তবে আপাতত নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন রাসমুস হইলুন্দ, কোবি মাইনু ও আলেহান্দ্রো গারনাচোরা। এই তিনজনকে ছাড়ার কোনো পরিকল্পনা নেই ইউনাইটেডের।
তবে খেলোয়াড় বিক্রি করে ইউনাইটেড কত লাভ করতে পারবে, সেটি নিয়ে প্রশ্ন আছে। দেদার টাকা খরচ করে খেলোয়াড় কেনার অভ্যাস থাকলেও খেলোয়াড় বিক্রিতে ‘সুনাম’ নেই ইউনাইটেডের। অতীতে পানির দরে খেলোয়াড় বিক্রির ইতিহাস আছে দলটির। গত কয়েক বছরে সবচেয়ে বেশি দামে ইউনাইটেড যে খেলোয়াড়টিকে বিক্রি করেছে তাঁর নাম ড্যানিয়েল জেমস। ২০২১ সালে লিডসের কাছে আড়াই কোটি পাউন্ডে তাঁকে বিক্রি করে ইউনাইটেড। যাইহোক, দলটির নতুন টেকনিক্যাল ডিরেক্টর জেসন উইলকক্সের সঙ্গে কোচ টেগ হাগের আলোচনার পরই উঠে আসে নতুন করে দল সাজানোর পরিকল্পনার কথা। পুরোনো খেলোয়াড় বিক্রি করে লাভ-ক্ষতির সমন্বয় করে আর্থিক সংগতি নীতির সঙ্গে মানিয়ে চলাটাও ইউনাইটেডের নতুন পরিকল্পনার অংশ।
কয়েকজন খেলোয়াড়কে বিনা মূল্যেই ছেড়ে দিতে হবে ইউনাইটেডকে। তাঁদের মধ্যে আছেন চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে যাওয়া স্ট্রাইকার অ্যান্থনি মার্শিয়াল ও ডিফেন্ডার রাফায়েল ভারান। ধারে আসা মরোক্কান মিডফিল্ডার সোফিয়ান আমরাবাতেরও ফিওরেন্তিনায় ফিরে যাওয়ার কথা।

নির্বাচনে দাঁড়াবেন মন্টি পানেসার

আপনজন ডেস্ক: আইনসভার সদস্য হতে জর্জ গ্যালোওয়ে ওয়ার্কার্স পার্টির হয়ে ইংল্যান্ডের আগামী সাধারণ নির্বাচনে দাঁড়াবেন সাবেক বাঁহাতি স্পিনার মন্টি পানেসার। লুটনে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মা-বাবার ঘরে জন্ম পানেসারের। ইংল্যান্ডের হয়ে ৫০ টেস্টে ১৬৭ উইকেট নিয়েছেন তিনি। ২৬ ওয়ানডে তাঁর শিকার ২৪ উইকেট এবং ১টি টি-টোয়েন্টি খেলে নিয়েছেন ২ উইকেট। ২০১৩ সালে ইংল্যান্ডের হয়ে সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেন ৪২ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার। গ্রেটার লন্ডনের ইলিং সাউথহল অঞ্চল থেকে নির্বাচনে দাঁড়াবেন পানেসার। ২০০৭ সাল থেকে ভিভেন্দ্র শর্মার অধীনে অঞ্চলটি লেবার পার্টির শক্ত ঘাঁটি। ২০২১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, ইলিং সাউথহল অঞ্চলের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসীই এশিয়ান। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রাফে লেখা কলামে পানেসার বলেছেন, ‘আমি এই দেশে শ্রমিকদের কণ্ঠস্বর হতে চাই। রাজনীতিবিদ হিসেবে একদিন প্রধানমন্ত্রী হওয়াই আমার লক্ষ্য। ব্রিটেনকে আমি আরও নিরাপদ ও শক্তিশালী দেশ বানাতে চাই। কিন্তু আমার প্রথম দায়িত্ব হলো ইলিং সাউথহলের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করা।’ লেবার পার্টির এমপি স্যার টনি লয়েডের মৃত্যুর পর রসডেল অঞ্চলে নির্বাচনে জিতে গত মার্চে ইংল্যান্ডের আইনসভার নিম্নকক্ষে (হাউস অব কমন্স) ফেরেন গ্যালোওয়ে। ইংল্যান্ডের আইনসভার বাইরে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় গ্যালোওয়ে নিশ্চিত করেছেন, পানেসার তাঁর দল থেকে নির্বাচনে দাঁড়াবেন।

শিক্ষক চাই শিক্ষক চাই
দারুল উলুম তাজবীদুল কোরান মদিনা মিশন
গ্রাম ও পোঃ- চৌহাটি, থানা সোনারপুর, কলকাতা- ৭০০১৪৯, যোগাযোগ-9830401057
শিক্ষক চাই
১) একজন যোগ্য মাওলানা মুফতি কারী দেওবন্দ, সাহারানপুর মাজাহির উলুম ও আক্কেল কুয়া গুজরাট মাদ্রাসার ফারেগ আলিম প্রয়োজন। মাহিনা দশ হাজার থেকে বারো হাজার টাকা পর্যন্ত।
২) একজন হাফেজ কারী নূরানী কায়দা, নাজরা পড়ানোর জন্য শিক্ষক প্রয়োজন।
৩) কারী ক্লাস হাফস কেরাত ছাত্র ভর্তি নেওয়া হইতেছে, শর্ত মাওলানা ও হাফেজ হওয়া প্রয়োজন।
তিন টাইম খাবার এবং ওজিফার ব্যবস্থা আছে।
৪) মিশনের জন্য ক্লাস চতুর্থ শ্রেণি হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র ভর্তি চলিতেছে। সঙ্গে মাদ্রাসার শিক্ষা হাফেজ, মাওলানা, কেরাত পড়িতে পারিবে এবং স্পোকেন ইংলিশ, কম্পিউটার শেখানো হইবে।
যোগাযোগ করুন: মাওলানা ইমাম হোসেন মাজাহেরী
মোবাইল: 9830401057

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**